ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প:

## ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মোহাম্মদ হোসেন, মো. রবিউল ইসলাম

১৬ এপ্রিল ২০১৫

**রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প: ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ**

**উপদেষ্টা**
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
*সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

ড. ইফতেখারুজ্জামান
*নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

ড. সুমাইয়া খায়ের
*উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

**গবেষণা সমন্বয়**
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
*পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

**সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা**
শাহজাদা এম আকরাম
*সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

**গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন রচনা**
মোহাম্মদ হোসেন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

**পর্যালোচনা এবং পরামর্শ প্রদান**
মু. জাকির হোসেন খান,
*সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ক্লাইমেট ফিন্যান্স গভর্নেন্স।*

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার**
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এই গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

**যোগাযোগ**
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

# সূচিপত্র

*পৃষ্ঠা*


**প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা**

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ২
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৩
১.৪ গবেষণার পরিধি ও সময়কাল ৩
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৩
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো ৪

**দ্বিতীয় অধ্যায়: কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন**

২.১ প্রকল্প পরিচিতি ৫
২.২ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা: প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব ৭
২.৩ রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন ৭
২.৪ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া ১৮
২.৫ উপসংহার ১৯

**তৃতীয় অধ্যায়: ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি**

৩.১ এক নজরে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ২০
৩.২ ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ২১
৩.৩ রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের চিত্র: (জমির পরিমাণ, জমির ধরন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা) ২২
৩.৪ রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২৩
৩.৫ তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে অনুসৃত প্রক্রিয়াসমূহ ২৩
৩.৬ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা ২৫
৩.৭ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৭
৩.৭.১ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ৩২
৩.৮ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব ৩৬
৩.৯ উপসংহার ৩৬

**চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ**

সুপারিশ ৩৮

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৪০

পরিশিষ্ট ১: নির্মাণাধীন ও পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ ৪১
পরিশিষ্ট ২: ইআইএ সম্পাদন প্রক্রিয়া ৪৩
পরিশিষ্ট ৩: পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে প্রকল্প এলাকার দূরত্ব ৪৪
পরিশিষ্ট ৪: জাইকা নির্দেশিকা এবং বাংলাদেশ আইনের মধ্যে ভিন্নতা পর্যালোচনা ৪৬
পরিশিষ্ট ৫: রামপাল প্রকল্পের পরামর্শসভার তালিকা ৪৭

## সারণির তালিকা

সারণি ১.১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যের উৎস এবং সংখ্যা ৪
সারণি ২.১: রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প: সাধারণ তথ্য ৬
সারণি ৩.১: রামপাল প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২২
সারণি ৩.২: মাতারবাড়ি প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২৩
সারণি ৩.৩: ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা ও ধরন ২৩
সারণি ৩.৪: প্রকল্পের নগর উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২৩
সারণি ৩.৫: ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ২৩
সারণি ৩.৬: জমির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মূল্য এবং প্রকৃত বাজার মূল্য ২৬
সারণি ৩.৭: রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন তারিখ ৩০
সারণি ৩.৮: বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে দেওয়া টাকার পরিমাণ ৩৫

## চিত্রের তালিকা

চিত্র ৩.১: একনজরে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ২১

# মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও নিরপেক্ষতা - এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অ্যাডভোকেসিসহ নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টিআইবি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়লেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বৃহদাকার প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে, যেগুলো মূলত দেশীয় রাজস্ব এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। পরিবেশবাদীরা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কাজের ফলে প্রকল্প এলাকাগুলোতে পরিবেশের দূষণ হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও সুন্দরবনের নিকটবর্তী তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার যথার্থতা নিয়েও পরিবেশবাদীদের আপত্তি আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে জমি অধিগ্রহণের ফলে স্থানীয় মানুষজন আবাদি জমি, বসতভিটা এবং জীবিকানির্বাহের মাধ্যমগুলো হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি রয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণে কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়-ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পেক্ষাপটে রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে এই গবেষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বর্তমান ও পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তাবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর জন্য সুশাসন নিশ্চিতকরণে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মোহাম্মদ হোসেন ও মো. রবিউল ইসলাম। এছাড়া তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মু. জাকির হোসেন খান। প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে এই বিভাগের সহকর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ দেশে বাস্তবায়নাধীন এবং ভবিষ্যতে যেসব কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সুশাসনগত সমস্যা দূর করতে সহায়তা করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

**ইফতেখারুজ্জামান**
নির্বাহী পরিচালক

*প্রথম অধ্যায়*

# ভূমিকা

## ১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জনের অধিক মানুষ বসবাস করে।[১] অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মতই বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যুতের স্বল্পতা রয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬২% বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়ে থাকে।[২] রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও উন্নয়ন অনেকাংশে বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩২১ কিলোওয়াট যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব প্লান্টগুলোর উৎপাদন সামর্থ্য ১০,০০০ মেগাওয়াট হলেও ৭,০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত উৎপাদন করতে পারে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকার ৭.৩% প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।[৩]

বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০' অনুসারে সরকার দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার জন্য স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।[৪] এরই অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণকে উৎসাহিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলে ২০১৪ সালে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের মোট পরিমাণ ছিল ১১,২৬৫ মেগাওয়াট।[৫]

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো জ্বালানি হিসেবে প্রধানত গ্যাস ব্যবহার করে, যা বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭২%। তবে গ্যাসের স্বল্পতা ও গ্যাসের সরবরাহ নিয়মিত করতে না পারার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসনির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কয়লার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[৬] এই প্রেক্ষাপটে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আটটি বড় আকারের (১,৩২০ মেগাওয়াট) এবং ১০টি ছোট আকারের (১৫০-৮০০ মেগাওয়াট) প্রকল্প গ্রহণ করেছে।[৭] দেশীয় রাজস্ব এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর নির্ভর এই প্রকল্পগুলোতে ভারত, চীন, জাপান, মালেয়শিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ করেছে এবং আরও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে। পরিকল্পনা মতে এই প্রকল্পগুলোর জন্য ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ এবং অন্যান্য দেশ থেকে কয়লা আমদানি করা হবে। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে জাতীয় বরাদ্দ ক্রমেই বাড়ছে; চলমান অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য ১১,৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট বাজেটের ৪.৬ শতাংশ।[৮]

কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে ৫০-৫০ যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুন্দরবনের নিকটবর্তী বাগেরহাট জেলার রামপালে প্রথম বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পটির অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০১৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যুক্ত হবে। প্রকল্পের অগ্রগতির দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জমির দলিল হস্তান্তর এবং পরামর্শক নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ও দরপত্র আহবানের কাজ চলছে।[৯] এই দুইটি প্রকল্পকে বৃহদাকার ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় 'ফাস্ট-ট্র্যাক'ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হবে।[১০] অন্যদিকে মহেশখালী এবং পটুয়াখালীতে আরও একাধিক কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ

---

[১] Bangladesh Bureau of Statistics, 2011, *Population & Housing Census 2011: Preliminary Results*, Statistics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

[২] অর্থ বিভাগ, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৩] *প্রাগুক্ত*।

[৪] *প্রাগুক্ত*।

[৫] বিদ্যুৎ বিভাগ, '*আলোকিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতে ৫ বছরে সাফল্য*', বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। http://www.powerdivision.gov.bd

[৬] *প্রাগুক্ত*। ২০০৯ সালে ৮৯% বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসকে প্রধান জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

[৭] পরিশিষ্ট **১**: নির্মাণাধীন ও পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ দ্রষ্টব্য।

[৮] অর্থ বিভাগ, *জাতীয় বাজেট*, অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৯] 'মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র: চার কোম্পানির সঙ্গে পরামর্শক নিয়োগ চুক্তি সই', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ০৮/০১/২০১৫।

[১০] 'অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করার নির্দেশ', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৭/০১/২০১৫।

পরিকল্পনাধীন রয়েছে।[১১] নির্মিতব্য সোনাদিয়া ও পায়রা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে সরকার মহেশখালী এবং পটুয়াখালীকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে।

## ১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা প্রধানতম জ্বালানি। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪১% এর ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হয়।[১২] কিন্তু পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভরশীলতা বাড়লেও বাংলাদেশে বৃহদাকারে কয়লানির্ভর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[১৩] অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষকরে বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে জমি অধিগ্রহণ একটি জটিল বিষয় এবং এটিকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোনো প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আবাদি জমি, বসতভিটা এবং জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমগুলো হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন সুশাসনগত সমস্যাও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কাজের ফলে প্রকল্প এলাকাগুলোতে পরিবেশের দূষণ হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, বিশেষকরে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে সুন্দরবন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।[১৪] বাংলাদেশে শুরু হওয়া কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিরোধ জানিয়ে আসছে। প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিরোধ এবং পরিবেশবাদীদের আশঙ্কা সত্ত্বেও সরকার তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অতিবৃহদাকার এই প্রকল্পগুলোর জন্য জমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ন্যায়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনর্বাসন ও পরিবেশের ঝুঁকিসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বৃহদাকার তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অসংখ্য মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি সর্বাধিক মনোযোগ না পাওয়া নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।[১৫] প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার যথার্থতা নিয়েও পরিবেশবাদীদের আপত্তি আছে।[১৬] অন্যদিকে রামপাল ও মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এইসব অভিযোগের মধ্যে আছে: ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনে নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়, চিংড়ি ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে দুর্নীতি, ক্ষতিপূরণ উত্তোলনে সাধারণ নাগরিকদের ভোগান্তি ও হয়রানি, ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অনিয়ম এবং এইসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে প্রশাসনের একটি শ্রেণির সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি।[১৭]

এই প্রেক্ষাপটে সংরক্ষিত সুন্দরবনের অতি সন্নিকটে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারের কাছে লিখিত পত্রের মাধ্যমে রামসার কর্তৃপক্ষ এবং ইউনেস্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পক্ষ, যেমন ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক, শিক্ষাবিদ, পরিবেশবাদী, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্যরা কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন, মানব বন্ধন, লং মার্চ, পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে এই পক্ষগুলো কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা প্রদর্শন করে। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিবাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, আদালতে রিট-পিটিশন দায়ের, মানব বন্ধন করার মাধ্যমে তাদের প্রকল্পবিরোধী অবস্থান ব্যক্ত করে।[১৮] এই প্রেক্ষাপটে রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়ার যথার্থতা

---

[১১] বিদ্যুৎ বিভাগ, *আলোকিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতে ৫ বছরে সাফল্য*, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। http://www.powerdivision.gov.bd/

[১২] দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, ভাতর, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে যথাক্রমে ৯৩%, ৭৯%, ৬৮%, ৪৫% এবং ৪১% বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সূত্র: http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/

[১৩] Cleetus. R, Clemmer. S, Davis. E, Deyette. J, Downing. J, Frenkel. J (2012) *Ripe for Retirement: The Case for Closing America's Costliest Coal Plants*.

[১৪] তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি; *বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নাই*; আগষ্ট ২০১৩; উৎস: http://ncbd.org/।

[১৫] Dr. Abdullah Harun Chowdhury; *Environmental Impact of Coal based Power Plant of Rampal on the Sundarbans and Surrounding areas*; Khulna University, Khulna

[১৬] তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি; *বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নাই*; আগষ্ট ২০১৩; উৎস: http://ncbd.org/।

[১৭] উদাহরণ হিসেবে দেখুন: 'মহেশখালী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প জমি অধিগ্রহণ চেক নিতে কমিশন ২০ শতাংশ', *দৈনিক কক্সবাজার*, আগস্ট ২০, ২০১৪; 'মহেশখালী কয়লা প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ডিসেম্বর ৭, ২০১৪; 'মামলা জালিয়াতির অভিযোগে জেলা প্রশাসকসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ', *কালের কণ্ঠ*, নভেম্বর ৩০, ২০১৪; 'মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের দুর্নীতি: কক্সবাজার থানার ২০ মামলা', *দৈনিক আজাদী*, ডিসেম্বর ১০, ২০১৪; 'মহেশখালীর মাতারবাড়িতে কয়লা ভিত্তিক কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ শুরুতে দালালের কপ্পরে জমি মালিকরা', *কক্সবাজার টুডে নিউজ*, জুলাই ৩০, ২০১৪; 'রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তরা উপেক্ষিত', *দৈনিক সমকাল*, মে ১৭, ২০১২ ইত্যাদি।

[১৮] 'মহেশখালীতে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের দাবিতে বিক্ষুব্ধ লোকজনের আন্দোলন', *দৈনিক কক্সবাজার*, আগস্ট ২৭, ২০১৩।

মূল্যায়ন এবং ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে এই গবেষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বর্তমান ও পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তাবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর জন্য সুশাসন নিশ্চিতকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া ও জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ এবং এর প্রয়োগ পর্যালোচনা করা;
২. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা;
৩. জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন অনুসন্ধান করা; এবং
৪. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

## ১.৪ গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং জমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রেরণ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণসমূহ এই গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি নভেম্বর ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

## ১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। গুণগত ও প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেমন নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

### ১.৫.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

চেকলিস্টের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

**ক. নিবিড় সাক্ষাৎকার:** গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ২২টি নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে আছে জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক।

**খ. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য আটজন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে আছে জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক।

**গ. দলীয় আলোচনা:** গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১২টি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দলীয় আলোচনা জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে নিয়ে করা হয়েছে। প্রত্যেক দলগত আলোচনায় ১০ থেকে ৩০ জন তথ্যদাতা উপস্থিত ছিল।

**ঘ. কেস স্টাডি:** মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ প্রদানের দুর্নীতি বিষয়ে একটি কেস স্টাডি করা হয়েছে।

**সারণি ১.১ : প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যের উৎস এবং সংখ্যা**

| তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | তথ্য সংগ্রহের টুল্স | তথ্যের উৎস | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. নিবিড় সাক্ষাৎকার | চেকলিস্ট | অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক | ২২টি |
| ২. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার | চেকলিস্ট | জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী; সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক | ৮টি |
| ৩. দলীয় আলোচনা | চেকলিস্ট | সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ | ১২টি |
| ৪. কেস স্টাডি | অনির্ধারিত আলোচনা | সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ | ১ টি |

*সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত*

### ১.৫.২ তথ্যের উৎস

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী; অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনের গাইডলাইন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, পরিবেশ সংরক্ষা ও জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি।

## ১.৬ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই গবেষণা প্রতিবেদন চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন, কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

*দ্বিতীয় অধ্যায়*

# কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন

গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭[১৯] অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার 'লাল' তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment -EIA) করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইআইএ'র মাধ্যমে প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে, সেই প্রভাব কীভাবে প্রশমন করা হবে এবং এর মনিটরিং প্ল্যান কী হবে তা উল্লেখ করা থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ইআইএ মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরিবেশ ছাড়পত্র পেলেই প্রকল্পগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন পায়।[২০] রামপাল এবং মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদন করা হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রও পেয়েছে। কিন্তু পরিবেশবাদীসহ নানা পক্ষ এই প্রকল্পগুলোর ইআইএ সম্পাদনের প্রক্রিয়া এবং এগুলোর গুণগত মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। এই অধ্যায়ে রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী, প্রকল্পের জন্য ইআইএ সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।

## ২.১ প্রকল্প পরিচিতি

### ২.১.১ রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের সাপমারি-কাটাখালি এবং কাইগার মৌজায় বাস্তবায়নাধীন রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) এবং ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি লিমিটেড (এনটিপিসি) এর জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানি' এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। এই মর্মে ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৪,৫১০ কোটি টাকা। সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করবে এবং বাকি টাকা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট থাকবে। প্রথম ইউনিটটি নির্মাণের জন্য ৪৮ মাস এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি নির্মিত হতে আরও ছয়মাস বাড়তি সময় অর্থাৎ মোট সাড়ে ৪ বছর সময় লাগবে। এই প্রকল্পে আমদানিনির্ভর স্বল্প সালফারযুক্ত কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।[২১] প্রকল্পটিতে সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ইআইএ সম্পাদন করার পর প্রকল্পটি ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশ ছাড়পত্র পায়। বর্তমানে প্রকল্পটির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।[২২]

### ২.১.২ মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প

মাতারবাড়ি প্রকল্পটির অবস্থান কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে। দুইটি ৬৬০ মেগাওয়াট ইউনিটের মাধ্যমে এই প্রকল্পে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এই প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা যা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প। প্রাক্কলিত এই ব্যয়ে সরকারি খাত থেকে চার হাজার ৯২৬ কোটি ৬৬ লাখ টাকা, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিএল) থেকে দুই হাজার ১১৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (জাইকা) কাছ থেকে ঋণ সহায়তাপূর্বক পাওয়া ২৯ হাজার ৯৩৯ কোটি তিন লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে চার হাজার ১৪৯ কোটি ৮০ লাখ ইয়েনের একটি ঋণচুক্তি ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিএল)। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহার করা হবে। ইআইএ সম্পাদন করার পর প্রকল্পটি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পায় ২০১৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।[২৩]

প্রকল্পের আওতায় দু'টি ইউনিটে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি স্টিম টারবাইন, সার্কুলেটিং কুলিং ওয়াটার স্টেশন থাকবে। এ ছাড়া ২৭৫ মিটার উচ্চতার দুইটি স্টেক, আবাসিক ও সামাজিক এলাকা গঠন, পানি শোধন ব্যবস্থা, সাবস্টেশন, কয়লা খালাসের

---

[১৯] Department of Environment, *EIA Guideline for Industries 1997*, Ministry of Environment and Forest, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

[২০] Momtaz, Salim. "*Environmental impact assessment in Bangladesh: a critical review." Environmental Impact Assessment Review 22.2 (2002*): 163-179.

[২১] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. July 2013.

[২২] বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী-শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার; http://www.powerdivision.gov.bd/user/brec/146/118

[২৩]কুইক রেন্টাল ছেড়ে আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নয়াদিগন্ত, তারিখ ১৩/০৮/২০১৪।

বন্দর ও অবকাঠামো, জেটি, কয়লা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, অ্যাশ ডিসপোজাল এরিয়া, বাফার জোন, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন এবং যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে।

অ্যাসোসিয়েট প্রেস-এর সংবাদ অনুসারে জাপান সরকার জলবায়ু অর্থায়ন দিয়ে বাংলাদেশের মাতারবাড়িসহ এবং ভারতের কুদগি-তে দুটি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতে ঋণ হিসেবে দেওয়া ৬৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারকে জাপান জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে দেখছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম কার্বন নির্গমন করে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে জাপান জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। কিন্তু পরিবেশবাদীরা কয়লাভিত্তিক তাপ বিদুৎ প্রকল্পের কারণে পরিবেশের দূষণসহ মানুষের বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিকে সামনে নিয়ে আসছে। এই জন্য পরিবেশবাদীরা কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প যেগুলো পরিবেশে কার্বন নির্গমন করবে সেগুলো ক্ষেত্রে জলবায়ু অর্থ ব্যবহার না করার সুপারিশ করে।[২৪]

প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এই প্রকল্পের কার্যকরতা ৪৪% হবে বলে উল্লেখ করা হয় যেখানে কম কয়লা পুড়ানো হবে ফলে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও কম হবে। ফলে বায়ু দূষণসহ পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কম পড়বে। এছাড়া নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ রোধ করার জন্য লো-রেট বার্নার স্থাপন করা হবে এবং দুই ধাপে তা প্রজ্বলন করা হবে। সালফার-ডাই-অক্সাইড রোধ করার জন্য সাগরের পানিতে ডি-সালফারাইজেশন মেথড ব্যবহার করা হবে। ছাই রোধ বা কমানোর জন্য ইলেকট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটর ব্যবহার করা হবে। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সব ধরনের আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৫] উভয় প্রকল্প ১৩২০ ক্ষমতা সম্পন্ন হলেও পরবর্তীতে এই প্রকল্পগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুন পর্যায়ে উন্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

**সারণি ২.১ : রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প: সাধারণ তথ্য**

| বিবরণ | রামপাল | মাতারবাড়ি |
|---|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.) | ১৩২০ | ১৩২০ |
| জমি অধিগ্রহণ (একর) | ১৮৩৪ | ১৪১৪ |
| বাজেট (প্রায়) | ১৪,৫১০ কোটি টাকা | ৩৬,০০০ কোটি টাকা |
| ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ | ৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা | ২৩৭ কোটি টাকা |
| বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান | ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কো. লি. | সিপিজিসিবিএল |
| আর্থিক বিনিয়োগ | ৩০% ভারত-বাংলাদেশ সমান অংশীদারিত্ব, ৭০% ঋণ | জাইকা (ঋণ), সিপিজিসিবিএল, বাংলাদেশ সরকার |
| প্রযুক্তি | সুপার-ক্রিটিক্যাল | আল্ট্রা-সুপার-ক্রিটিক্যাল |
| উৎপাদন শুরুর বৎসর | জুন ২০১৯ | জুন ২০২১ |
| ইআইএ সম্পাদন | সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস | টোকিও ইলেক্ট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড |
| স্থান | সাপমারি, রামপাল, বাগেরহাট | মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার |

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার ফলে ভূমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য কারণে প্রকল্প এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি মন্ত্রিসভা ‘কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প এলাকার সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১৫’ এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে।[২৬] এ তহবিল গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের ওপর ৩ পয়সা করে শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণ করা হয়েছে যা গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন-মানোন্নয়নে কর্মসংস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিপিজিসিএলবি, জেলা প্রশাসন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করবে।

## ২.২ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা: প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ‘লাল’ তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করতে হয়। ইআইএ এর মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন এবং

[২৪] Karl Ritter and Aijar Rahi; Japan accused of financing coal-fired power plants’ The Japan Times. Source: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/29/business/japan-accused-of-financing-coal-fired-power-plants/#.VSVQtvmUe-c

[২৫] বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী-শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার; http://www.powerdivision.gov.bd/user/brec/146/118

[২৬] ‘কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা সামাজিক উন্নয়ন তহবিল’, *দৈনিক সমকাল*, মার্চ ২, ২০১৫।

পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।[২৭] কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুসারে 'লাল[২৮]' তালিকাভুক্ত হওয়ায় এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থান ছাড়পত্র এবং পরিবেশ ছাড়পত্র আবশ্যক। ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের জন্য বিকল্প স্থান নির্বাচন, প্রকল্প কার্যাবলী, পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৯] পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী লাল তালিকাভুক্ত প্রকল্পের জন্য প্রথমে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই) সম্পাদনের মাধ্যমে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তীতে, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে সম্পাদিত ইআইএ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ ছাড়পত্র পায়।[৩০] প্রকল্প গ্রহণ করা হবে কিনা তা ইআইএ প্রতিবেদনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে।

ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ অনুসারে তিনটি ধাপের মাধ্যমে ইআইএ সম্পাদন করা হয়। এই ধাপগুলোর মধ্যে আছে (১) স্ক্রিনিং (যাচাই-বাছাই), (২) প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, এবং (৩) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা।[৩১] স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কোন সুনির্দিষ্টি প্রকল্পের জন্য আইইই বা ইআইএ এর প্রয়োজন আছে কিনা। এই প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্পের জন্য শুধু আইইই সম্পাদন করা হয় কিংবা আইইই এবং পূর্ণাঙ্গ ইআইএ দুটিই সম্পাদন করা হয়। আইইই'র মাধ্যমে প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়বে এবং এই প্রভাব কীভাবে প্রশমিত করা হবে তা নির্ণয় করা হয়। পূর্ণাঙ্গ ইআইএ এর মাধ্যমে জরিপ করে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে এই প্রভাব প্রশমিত করার জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ ও নিয়মিত মনিটরিং পরিকল্পনা করা হয়।[৩২]

## ২.৩ রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ইআইএ-এর সম্পাদন প্রক্রিয়া নিয়ে নিম্নোক্ত অভিযোগ রয়েছে।

### ২.৩.১ ইআইএ সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থের সংঘাত

আন্তর্জাতিকভাবে ইআইএ নির্মোহভাবে সম্পাদনের নিয়ম রয়েছে।[৩৩] ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ অনুসারে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে ঐ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইআইএ সম্পাদন করাতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইআইএ সম্পাদনকারী ঐ প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতার বিষয়ে কোনো শর্ত আরোপ করা হয় নি।[৩৪] রামপাল প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদন করে সরকারি প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্বিস (CIGIS) এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদন করে টোকিও ইলেক্ট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড (TEPSCO)। রামপালে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ইআইএ আরেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাপানি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ অন্য আরেকটি জাপানি কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকার সম্ভাবনা থাকায় এটি নিরপেক্ষতার মানদণ্ড অর্জন করতে পারেনি বলে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেন।[৩৫] মাতারবাড়ি প্রকল্পে TEPSCO-কে কি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া রামপালের ইআইএ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ইআইএ সম্পাদনে সিআইজিআইএসকে বিপিডিবি এবং এনটিপিসি থেকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে; যার ফলে নির্মোহভাবে ইআইএ সম্পাদনের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে।[৩৬] তথ্যদাতাদের মতে এ ধরনের প্রতিবেদন

[২৭] শিল্পভিত্তিক প্রকল্পের জন্য ইআইএ প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলো থাকে তার মধ্যে আছে: ইআইএ'র ভূমিকা, নীতি, আইনি এবং প্রশাসনিক কাঠামো, ইআইএ সম্পাদন পদ্ধতি, বিকল্প স্থান নির্বাচন মূল্যায়ন, প্রকল্পের বিবরণ, পরিবেশগত এবং সামজিক (বেইজলাইন) অবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলী, প্রকল্পের ফলে পরিবেশ এবং সমাজের ওপর তার প্রভাব, প্রভাব মূল্যায়ন, প্রভাব প্রশমন, দুর্যোগ এবং ঝুঁকি সমীক্ষা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা, লাভ এবং ক্ষতি সমীক্ষা, স্টেকহোল্ডার মিটিং ইত্যাদি।

[২৮] *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা* ১৯৯৭, তফসিল-১(ঘ)(৬)।

[২৯] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. July 2013.

[৩০] ইআইএ গাইডলাইনে পরিবেশ সুরক্ষা আইন (১১৯৫) এবং পরিবেশ সুরক্ষা বিধি (১৯৯৭) কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সূত্র: Department of Environment, *EIA Guideline for Industries 1997*, Ministry of Environment and Forest, Governmnet of the Peoples Republic of Bangladesh.

[৩১] *প্রাগুক্ত*।

[৩২] পরিশিষ্ট ২: ইআইএ সম্পাদন প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

[৩৩] UNEP, 2004; *Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach*.

[৩৪] Department of Environment, *EIA Guideline for Industries 1997*, Ministry of Environment and Forest, Governmnet of the Peoples Republic of Bangladesh.

[৩৫] ড. ইজাজ হোসেন, 'রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে স্বচ্ছতার বড় অভাব রয়েছে', *বণিক বার্তা*, অক্টোবর ৫, ২০১৩।

[৩৬] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, Acknowledgement, Page V.

প্রণয়নের কাজ সরকারি ক্রয় বিধি অনুযায়ী ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব মুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর নিয়ম আছে যা এই দুটি প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে আইন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানই ইআইএ সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে। ঐ বস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নিজে বা উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইআইএ সম্পাদন করাতে পারে। এআইএ গাইডলাইনে এই ইআইএ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার ব্যাপারে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। ফলে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে যে প্রতিষ্ঠান দিয়ে ইআইএ সম্পাদন করা হয়েছে তাতে আইনের ব্যত্যয় ঘটে নি। তবে বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার সংশোধনীর কার্যক্রম চলছে, যেখানে ইআইএ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করা হবে বলে জানানো হয়।[৩৭]

### ২.৩.২ পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মবহির্ভূত বহির্ভূত অনুমোদন

রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা না হলেও রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্বপক্ষে অবস্থানগত ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর, যা নিয়ম-বহির্ভূত।[৩৮] আইন অনুযায়ী শিল্প এলাকা বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা ছাড়া এ ধরনের প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়া যায় না। পরিবেশ আইন **১৯৯৫** এর ধারা ৫-এর অধীনে সরকার প্রজ্ঞাপনমূলে[৩৯] **১৯৯৯** সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট ও এর চতুর্দিকে **১০** কিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে যার আইনগত অভিভাবক (Legal Custodian) বন বিভাগ। কিন্তু সুন্দরবনের পাশে এই প্রকল্পের অবস্থান ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বন বিভাগের মতামত গ্রহণ না করারও অভিযোগ রয়েছে,[৪০] যদিও প্রকল্পটি দেশের সর্ববৃহৎ একটি বনাঞ্চলের পাশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প স্থাপনের বিষয়ে পরিবেশের ঝুঁকির কারণে বন বিভাগ আপত্তি জানিয়েছে যা বিবেচনা করা হয়নি।[৪১] ইতোপূর্বে মংলার জয়মুনিতে অন্য একটি প্রকল্পের অনুমোদন চাইলে বনবিভাগ সুন্দরবনের কাছে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ না করার পক্ষে অভিমত দেয়। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পটি যে স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেটিও শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা নয়। মাতারবাড়ি এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৬,৬৬৭ জন মানুষের বসবাস এবং প্রকল্পের কারণে **২১**টি খানাকে তাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে বলে ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সীমানা ঘেঁষেই মানুষের বসবাস। এসব বিষয় অগ্রাহ্য করেই পরিবেশ অধিদপ্তর দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে দুটি প্রকল্পই যে স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলো ফাঁকা জায়গা, এবং অল্প কিছু সংখ্যক পরিবারকে ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। তাদের মতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় যে ধরনের ফাঁকা জায়গার কথা বলা হয়েছে সেই ধরনের ফাঁকা জায়গা বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যাবে না। একইভাবে বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলও পাওয়া যাবে না। ফলে এসব স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আইনের কোনো ব্যত্যয় হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে এ বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়। আইন সংশোধন করা হলে এই অস্পষ্টতা থাকবে না।[৪২]

### ২.৩.৩ অবস্থান ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ

রামপাল প্রকল্পে আইইই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স বা অবস্থানগত ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছিলো কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

১. ইআইএ অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।
২. প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ অনুযায়ী জলাভূমি ভরাটের জন্য বিধি মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

---

[৩৭] সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং রামপাল ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৩৮] পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনসুারে কোন আবাসিক স্থানে এই ধরনের প্রকল্প করা যাবে না। এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গায়। সূত্র: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (তফসিল-১(ঘ)।

[৩৯] প্রজ্ঞাপন: নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩। এই প্রজ্ঞাপনমূলে এরূপ এলাকায় যেসকল কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ক) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ; খ) ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ; গ) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং ঘ) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী।

[৪০] 'একটাই সুন্দরবন; রামপালে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে ভূমিগ্রাস বন্ধ কর সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাই জনমতের প্রতিফলন', বেলা, একশনএইড, টিআইবি, বাপা এবং সেভ দ্যা সুন্দরবনের পক্ষ হতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রদত্ত দাবি, এপ্রিল ১৫, ২০১২।

[৪১] প্রধান বন সংরক্ষক স্বাক্ষরিত পত্র। তারিখ: ২৯/১০/২০১১।

[৪২] পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র শাখার পরিচালকের সাক্ষাৎকার, ২ এপ্রিল ২০১৫।

৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান, কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবেশগত মূল্য (Environmental Costs), কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হলে এই ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
৪. যে কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।[৪৩]

তবে দেখা যায়, রামপাল প্রকল্পে অবস্থান ছাড়পত্রে প্রদত্ত এসব শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে, যেমন পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া এবং ইআইএ সম্পাদনের আগেই মাটি ভরাট করাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্পষ্টভাবে অবস্থান ছাড়পত্রের শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হলেও এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিপ্তরের পক্ষ হতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।[৪৪]

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে Pre-Fesibility study-র ভিত্তিতে, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE) প্রণয়নপূর্বক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের স্থান প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। কোনো প্রকল্পের স্থান চূড়ান্ত করার পূর্বে তার IEE করা জরুরি। ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুযায়ী IEE প্রণয়নের পর পরিবেশ অধিদপ্তরে উপস্থাপন করা হলে পরিবেশ অধিদপ্তর তা অনুমোদন পূর্বক প্রকল্পটির অনুমোদনের পর অবস্থান ছাড়পত্র প্রদান করে। এরপর যথাযথ নিয়মে ইআইএ-এর কাজের শর্তাবলী (ToR) অনুমোদন সাপেক্ষে ইআইএ অনুমোদনের পর পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, অবস্থান ছাড়পত্র পাওয়ার পর প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়। ইআইএ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় মূল প্রকল্পের কাজ শুরু করা শুরু হয় নি।[৪৫]

### ২.৩.৪ জনঅংশগ্রহণ যথাযথভাবে নিশ্চিত না করা

ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে ইআইএ প্রণয়ন প্রক্রিয়া গণশানানি ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিয়ম আছে। কিন্তু রামপাল এবং মাতারবাড়ি উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই গণশুনানি ও জনঅংশগ্রহণ যথাযথভাবে না করার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণে সিইজিআইএস-এর বিরুদ্ধে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পের ইআইএ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম রক্ষার্থে গণশুনানি করা হয়েছে।[৪৬] এই শুনানিতে পরিবেশবাদীসহ নানা পক্ষ এই প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে প্রকল্প বাতিলের দাবি করে। কিন্তু গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে ইআইএ চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ হতে যে সমালোচনা করা হয়েছিল, পিডিবি'র পক্ষ হতে তার জবাবও সংযুক্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সমালোচকগণ এই জবাবে সন্তুষ্ট নয় বলে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেন। উপরন্তু প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে প্রকল্প বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময়ের যে দাবি প্রতিবেদনে করা হয়েছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রকল্প বিরুদ্ধ প্রতিবাদ তার যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তথ্যদাতাদের মতে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা 'প্রকল্পের বিরোধিতা করলে জিব টেনে ছিড়ে ফেলা হবে' বলে হুমকি প্রদান করে। এছাড়া ইআইএ সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এসব মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের বিষয়ে, বিশেষকরে প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় নি। সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রকল্পের বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলে রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭]

মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের 'টার্মস অব রেফারেন্স'-এ স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে শুনানি/মতবিনিময়ের করার কথা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ের কোন মতবিনিময়ের তথ্য ইআইএ প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।[৪৮] স্থানীয় পর্যায়ে দুটি মতবিনিময় সভা হলেও সার্বিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশবাদী বা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে মত-বিনিময়ের তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে সভার কার্যবিবরণী অংশগ্রহণকারীদের কাছে পাঠিয়ে ফিডব্যাক নেওয়ার শর্ত থাকলেও সেটি পালন করা হয় নি।

---

[৪৩] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, Appendix V.
[৪৪] কল্লোল মুস্তফা, 'রামপাল প্রকল্পের 'সংশোধিত' ইআইএ, পিডিবির বিভ্রান্তিকর মতামত এবং তার জবাব', সূত্র: http://ncbd.org/?p=943
[৪৫] রামপাল ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেওয়া হয়েছে।
[৪৬] ১২ এপ্রিল ২০১৩ পিডিবি প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনের বিষয়ে গণশুনানি করে।
[৪৭] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, Acknowledgement, Page 426.
[৪৮] পরিবেশ অধিদপ্তর, Memo No. DoE/Clearance/5222/2013/179, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (পৃষ্ঠা- ৬/৬)।

স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়াও ছিল ক্রটিপূর্ণ। ইআইএ-তে উল্লেখিত দুটি মতবিনিময় সভার (প্রথম মতবিনিময় সভা - ইউনুছখালী নাছিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, মহেশখালী, তারিখ ১২/১১/২০১২; দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা - মহেশখালী উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, মহেশখালী, তারখি ১৬/০৪/২০১৩) একটিও প্রকল্প এলাকায় নয় বরং পার্শ্ববর্তী দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জনগণের মতে, প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন তাদের পছন্দের লোকদের; বিশেষ করে যারা প্রকল্পের পক্ষে বলবে বা যাদের জমি প্রকল্পের মধ্যে পড়ে নাই তাদেরকে নিয়ে এই সভাগুলো করেছে। দুটি মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী, অংশগ্রহণকারীর তালিকা এবং সভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দুটি সভাতে মোট ১৯৯ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যাদের অধিকাংশই জাইকা'র প্রতিনিধি, বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি স্কুলের (প্রাইমারি ও হাইস্কুল) শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মকর্তা। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ হিসেবে যে ২৪ জনের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র সাতজনের পরিচয় পাওয়া গেলেও বাকিদের পরিচয়ের কোনো সত্যতা নিশ্চিত করা যায় নি। ইআইএ প্রতিবেদনে যে সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়েছে সেখানে সকল অংশগ্রহণকারীর মতামত উঠে আসে নি বলে মত প্রকাশ করেন মতবিনিময় সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা।

সার্বিকভাবে দুটি প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের কারণে পরিবেশগত এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির বিষয়ে স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন উপায়ে যে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সেটা কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

> "প্রকল্পের ব্যাপারে আমাদের বলা হয়েছে প্রকল্প হলে মাতারবাড়ি সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে, এলাকার ৬০% মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং জমির মূল্যের তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।"
>
> \- *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী রামপালের ইআইএ সম্পাদনে বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ১০টি মতবিনিময় সভা, মতামতের জন্য ওয়েব সাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ এবং জাতীয় পর্যায়ের গণশুনানি করা হয়েছে। মাতারবাড়ির ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। কোনো ধরনের আপত্তি বা অভিযোগ না আসার কারণে মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ নিয়ে কোনো গণশুনানি করা হয়নি।[৪৯]

### ২.৩.৫ প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে পরিবেশ ও মানুষের বিষয় বিবেচনায় না নেওয়া

রামপাল প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষায় বিকল্প স্থান হিসেবে লবণচড়া এবং খুলনার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোকপাত করে হলেও সিইজিআইএস কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষায় কেবলমাত্র মংলা বন্দরের সাথে নৌ-যোগাযোগ ও প্রস্তাবিত খুলনা-মংলা রেল লাইনের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনায় রামপালকেই চূড়ান্ত স্থান হিসেবে মনোনীত করার সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনের এমন যুক্তি সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরিপন্থী। অন্যদিকে সুন্দরবনের মত স্পর্শকাতর এলাকায় এই প্রকল্পের ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকটি গুরুত্ব পায় নি।

একইভাবে মাতারবাড়িকে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত দুটি স্থানেরই (হোয়ানক ও মাতারবাড়ি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব একই ধরনের হলেও প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক কারণে মাতারবাড়িকে সুবিধাজনক স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ ছাড়া মাতারবাড়িতে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, সহজে কয়লা খালাস সুবিধা, পুনর্বাসন খরচ কম হওয়া, ইত্যাদিও বিবেচনা করা হয়েছে। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঙ্গে বন্দর নির্মাণ ও কয়লা সংরক্ষণের ডিপো তৈরি, প্রকল্প এলাকা থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় জনপদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, পরিবেশ বা মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির চেয়ে প্রকল্পের খরচ এবং সুবিধাকে দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৫০]

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি প্রকল্পের জন্য বিবেচিত বিকল্প স্থানগুলোর পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্বাচিত স্থানের মতই। প্রকল্পের সুবিধাদি এবং পরিবেশগত ও মানুষের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় নিয়েই রামপাল এবং মাতারবাড়িকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনায় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে এসব স্থান নির্বাচন করা হয়।[৫১]

[৪৯] পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র শাখার পরিচালকের সাক্ষাৎকার (২ এপ্রিল ২০১৫) এবং রামপাল ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেওয়া হয়েছে।

[৫০] Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013.

[৫১] পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র শাখার পরিচালকের সাক্ষাৎকার, ২ এপ্রিল ২০১৫।

### ২.৩.৬ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (এনভায়রনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া - ইসিএ) থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা

কোনো দেশেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে পরিবেশ দূষণ হওয়াতে সংরক্ষিত বনভূমি, জাতীয় উদ্যান ও জনবসতির বহিঃসীমা হতে ১৫-২৫ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় না। ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রণীত ইআইএ গাইড লাইন ম্যানুয়েল ২০১০ অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা যাবে না।[৫২] এই ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় ২০ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রাখার তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভারতের গ্রিন ট্রাইবুনাল জনবসতিপূর্ণ কৃষি জমিতে এই ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন না দেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে।[৫৩] কিন্তু রামপালের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবনের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পটি সোনাদিয়া পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এবং দুটি প্রকল্পই জনবসতির নিকটবর্তী; যা আমলে না নিয়েই পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করেছে।[৫৪] দুটি প্রকল্পের ইআইএ-তে প্রকল্পদুটিকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে 'নিরাপদ' দূরত্বে আছে বলে দাবি করা হয়েছে।[৫৫] কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প যেগুলো পানি এবং বায়ু দূষণ ঘটাবে সেগুলোর জন্য এই সীমারেখা কত হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় কোনো নির্দেশনা না থাকলেও এ ধরনের প্রকল্প শিল্প এলাকা, শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গায় স্থাপন করার নির্দেশনা আছে। তথ্যদাতারা পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এই প্রকল্পগুলো স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।[৫৬]

এখানে উল্লেখ্য মাতারবাড়ি প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে মাতারবাড়ির বিকল্প হিসেবে যে স্থানটিকে (হোয়ানক ইউনিয়ন) বিবেচনা করা হয়েছিল সেখানে অন্য আরেকটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে, যেটি সোনাদিয়া পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে। তথ্যদাতাদের মতে, পরিবেশ এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় এই প্রকল্পগুলো এইসব স্থানে বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার কথা নয়।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে সংরক্ষিত বনভূমি এবং জনবসতি থেকে কতদূরে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বা পরিচালিত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকাতে উল্লেখ করা আছে, যা এ ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো থেকে যে পরিমাণ পরিবেশ দূষণকারী পদার্থ নির্গত হবে এবং তা প্রশমনের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা নেই।[৫৭]

### ২.৩.৭ ছাই ব্যবস্থাপনায় এর দূষণ বিবেচনা না করা

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। উৎপাদিত ছাই যেন পরিবেশ দূষণ না করে সেজন্য ফ্লাই অ্যাশ চিমনি দিয়ে নির্গত হওয়ার আগেই ইএসপি সিস্টেমের মাধ্যমে ধরে রাখা হবে। এরপরও "কিছু উড়ন্ত ছাই" বাতাসে মিশবে বলে স্বীকার করা হয়েছে ইআইএ প্রতিবেদনে।[৫৮] প্রতিবেদনে কয়লা পুড়ানোর ফলে ১৫% ছাই উৎপন্ন হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] প্রতিদিন উৎপাদিত ছাইয়ের পরিমাণ হবে ১৯৫০ মে. টন এবং প্রতি বছরে এই পরিমাণ দাঁড়াবে ৭১১৭৫০ মে. টন। বিষাক্ত ছাই পরিবেশে নির্গত হলে ব্যাপক দূষণ হবে বলে বলা হলেও এই ছাই দিয়েই প্রকল্পের মোট ১৮৩৪ একর জমির মধ্যে ১৪১৪ একর জমি ভরাট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।[৬০]

---

[৫২] The Ministry of Environment of India; *Technical EIA Guidance Manual for Thermal Power Plants*, (page 4-9). Source: http://envfor.nic.in/sites/default/files/TGM_Thermal%20Power%20Plants_010910_NK.pdf

[৫৩] NTPC's coal-based project in MP turned down, The Hindu, October 8, 2010

[৫৪] পরিশিষ্ট ৩: পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে প্রকল্প এলাকার দূরত্ব দ্রষ্টব্য।

[৫৫] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, page 21; Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013, Page xiii.

[৫৬] ভারতে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশান অ্যাক্ট ১৯৭২ অনুযায়ী, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্যকোন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকলে এই ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেয় না।

[৫৭] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেওয়া হয়েছে।

[৫৮] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, পৃষ্ঠা ২৮৫।

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, Table 5.1: Basic plant information of the proposed coal based thermal power plant (feasibility Study Report)

[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৬৩।

মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকল্প থেকে উৎপাদিত মূল বর্জ্য হচ্ছে ছাই। প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পে ২০% ছাই উৎপন্ন হবে। ছাই ব্যবস্থাপার জন্য এ্যাশ কন্ট্রোল রুম, এ্যাশ সিলো এবং এ্যাশ ডিসপোজাল এরিয়া গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পে ১৮৩ একর জায়গা জুড়ে ছাইয়ের পুকুর তৈরি করা হবে। ছাইয়ের পুকুরের আয়তন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ বছর ধরে যে পরিমাণ ছাই উৎপাদিত হবে তার ৮০% লোড ফেক্টর ধরে। প্রস্তাবনা অনুসারে এই ছাইয়ের পুকুর ২০,২৫০,০০০ টন ছাই ধারণ করবে। দূষণ রোধে ছাইয়ের পুকুরের তলদেশ অচ্ছেদ্য স্তর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ছাইয়ের পুকুরের ওপরের অংশ ভেজা রাখার জন্য পানি ব্যবহার করা হবে।[৬১]

ইআইএ প্রতিবেদনে ছাইয়ের বহুবিধ ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলা হলেও বাংলাদেশে ইতোপূর্বে স্থাপিত বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বার্ষিক ১ লক্ষ টন ছাইয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় নি। বড়পুকুরিয়ায় সর্বোৎকৃষ্ট মানের কয়লা ব্যবহারের পরও সেখানে ছাইয়ের কারণে খালের পানি কালো হয়ে দূষিত হচ্ছে। এই পানিকে স্থানীয়রা 'কেরোসিন' পানি বলে, যেখানে বসবাসকারী মাছ মরে যাচ্ছে। ইআইএ প্রতিবেদনে ছাই ব্যবহারে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য মাটিতে ব্যবহারের কথা বলা হলেও উৎপাদিত ছাইয়ে কী ধরনের কেমিক্যাল বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকবে সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় কয়লা পুড়ানো ছাইয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকার কারণে তাদের এক্সপার্ট অ্যাপ্রাইজাল কমিটি কৃষি জমিতে ছাইয়ের ব্যবহার অনুমোদন করে নি।

তথ্যদাতাদের মতে, যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে উড়ন্ত ছাই পরিবেশের দূষণ ঘটাবে যা ইআইএ প্রতিবেদনে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় নি। এছাড়া পুকুরে জমাকৃত বর্জ্য ছাইয়ের বিষাক্ত ভারী ধাতু নিশ্চিত ভাবেই বৃষ্টির পানির সাথে মিশে, চুঁইয়ে প্রকল্প এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তর দূষিত করবে যার প্রভাব শুধু প্রকল্প এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।[৬২] তাছাড়া সাইক্লোন এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় এই প্রকল্পগুলো স্থাপনের ফলে উৎপাদিত দূষিত উপাদানসমূহ সাইক্লোন বা বন্যার পানিতে ধুয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার আংশকা আছে।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবি করে প্রকল্প থেকে উৎপাদিত ফ্লাই অ্যাশ এবং বটম অ্যাশ যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে। ফ্লাই অ্যাশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য ESP ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে বটম অ্যাশ পরিবেশ সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণের জন্য Slurry-করণ পূর্বক অ্যাশ পন্ডে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে এ দুই ধরনের ছাই বাতাসে উদগীরণের কোনো সম্ভাবনা নাই। উৎপাদিত ছাইয়ে যেসব ভারি ধাতু (heavy metal) আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা সহনীয় মাত্রার অনেক নিচে বিদ্যমান থাকবে, যা ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের জন্য ভয়াবহ নয়। এছাড়া যে পুকুরে ছাই সংরক্ষণ করা হবে তার তলদেশ এবং পাড় কংক্রিট দ্বারা নির্মিত হবে। ফলে এখান থকে পানি চুয়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই। এছাড়া রামপাল এলাকার ভূমিস্থ মিষ্টি পানির আধার ১০-১৫ মি. পুরু কাদার স্তরের নিচে অবস্থিত। প্রকল্প এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবারই ছাই ব্যবহার করা হবে। সেক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের কোনো আশংকা নেই।[৬৩]

### ২.৩.৮ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহণের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিবেচনা না করা

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানিকৃত কয়লা সুন্দরবনের ভেতর দিয়েই পরিবহন করা হবে। ইআইএ অনুযায়ী, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সমুদ্র পথে আমদানি করে সুন্দরবনের ভেতরে হিরণ পয়েন্ট থেকে আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত ৩০ কিমি নদী পথে বড় জাহাজ করে এবং আকরাম পয়েন্ট থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৭ কিমি পথ ছোট লাইটারেজ জাহাজে করে সারা বছর ধরে কয়লা পরিবহণ করা হবে।[৬৪] সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে এই কয়লা পরিবহণের ফলে সুন্দরবন এবং এই বনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কি ক্ষতি হবে তা বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয়নি। সুন্দরবনের মত স্পর্শকাতর এলাকা যেখানে 'নগন্য পরিমাণ এলাকার প্রানি-কুলের স্বাচ্ছন্দ বিঘ্ন' গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে রাতে জাহাজ চলাচল এবং মালামালা খালাসের ফলে সৃষ্ট শব্দ ও আলোর দূষণে যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে সেটাকে ইআইএ প্রতিবেদনে বিবেচনায় রাখা হয়নি বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ।

---

[৬১] Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013, Page xvii।

[৬২] ছাইয়ে থাকা বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি সামান্য পরিমাণে থাকলেও বিপুল পরিমাণ ছাই থেকে সম্মিলিত ভাবে ঠিক কত পরিমাণ ধাতু নির্গত হবে তার কোন হিসেব ইআইএ প্রতিবেদনে না করেই বলে দেয়া হয়েছে "তা সহনীয় মাত্রার অনেক নিচে থাকবে"। এই ছাই দিয়ে ১৪১৪ একর জমি ভরাট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

[৬৩] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৬৪] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, Page 113.

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনের ভিতর যে বিদ্যমান নৌ-পথ দিয়ে জাহাজ, যন্ত্রচালিত নৌযান চলাচল করে সে পথেই কয়লাবাহী জাহাজ চলাচল করবে। আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র একটি বা দুইটি কয়লাবাহী জাহাজ নোঙ্গর করতে হবে। এসব জাহাজ চলাচলের সময় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম মেনেই চলাচল করবে, যা পরিবেশের ওপর দৃশ্যমান কোনো প্রভাব ফেলবে না। EMP-তে পদত্ত পদক্ষেপ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিলে দৃশ্যমান কোনো কয়লার কণা বাতাসে ছড়াবে না বা পানিতে মিশবে না। সে কারণে কোনো কয়লার টুকরা, তেল, আবর্জনা ইত্যাদি পানিকে দূষিত করবে না।[৬৫]

### ২.৩.৯ কার্বনের দূষণ বিবেচনা না করা

ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সাধারণ কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় ১০ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে। ৮০% লোড ফ্যাক্টর ধরে প্রতিবছর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ হবে ৭৯ লক্ষ টন । এই বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমনের ফলে সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ইআইএ প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য করা হয় নি (পৃষ্ঠা ২৮৪)।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি বনের গাছ পালার ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। ওপরন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছ পালার খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। অতএব, এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।[৬৬]

### ২.৩.১০ পানি প্রত্যাহার এবং পুনঃনির্গমনের প্রভাব মূল্যায়ন না করা

রামপালে প্রকল্প পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে পশুর নদী থেকে ঘন্টায় ৯,১৫০ ঘনমিটার পানি সংগ্রহ করা হবে এবং পরিশোধন করার পর ঘন্টায় ৫,১৫০ ঘনমিটার হারে নির্গমন করা হবে। ফলে নদী থেকে প্রতি ঘন্টায় ৪,০০০ ঘনমিটার পানি প্রত্যাহার করা হবে যেটিকে নদীর মোট পানি প্রবাহের ১% এরও কম বলে দেখানো হয়েছে (সবচেয়ে কম প্রবাহ যখন থাকে)।[৬৭] প্রত্যাহারকৃত পানি পরিশোধনের পর তরল বর্জ্য ঘন্টায় ১০০ ঘনমিটার হারে পশুর নদীতে নির্গত করা হবে।[৬৮] ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহারের জন্য পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং পুনরায় তা নদীতে ফেরত দেওয়ার ফলে পশুর নদীর পানি প্রবাহের ওপর কি কি প্রভাব ফেলবে তার গভীর পর্যালোচনা ছাড়া শুধু "নদীর হাইড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্টের কোন পরিবর্তন নাও হতে পারে" বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[৬৯]

অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পে ৫০কিউবিক মি./সে. হারে বঙ্গোপসাগর থেকে পানি প্রত্যাহার করা হবে এবং পরিশোধন ব্যবস্থা গ্রহণের পর ১৮০,০০০ কিউবিক মি./ঘণ্টা হারে সাগরে পুনঃনির্গমন করা হবে। এইক্ষেত্রে পরিশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। পুনঃনির্গমনকৃত পানির তাপমাত্রা হবে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

তথ্যদাতাদের মতে, প্রত্যাহার করা পানির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম দেখানোর জন্য পানি প্রবাহের যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা সাম্প্রতিক সময়ের নয় (২০০৫ সালের তথ্য)।[৭০] অন্যদিকে প্রকল্প চলাকালীন (২৫ বছর) ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে নদীতে পানি প্রবাহ একই নাও থাকতে পারে যা প্রতিবেদনে বিবেচনা করা হয় নি।[৭১] বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পানি নির্গমনের কারণে 'শূণ্য নির্গমন' বা 'জিরো ডিসচার্জ' নীতি অবলম্বন করার কথা থাকলেও রামপাল কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নি। পশুর নদীর পানি দূষণ প্রসঙ্গে ইআইএ প্রতিবেদনে পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং পরিবেশ অধিপ্তরের নির্ধারিত মাত্রায় পরিশোধন করে ঐ পানি নদীতে নির্গত করার পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যদাতাদের মতে, পরিশোধন করা হলেও পানির তাপমাত্রা, পানি নির্গমনের গতি, দ্রবীভূত নানা উপাদান পশুর নদী তথা সমগ্র সুন্দরবন এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মানদণ্ড ও ইআইএ প্রতিবেদনে প্রদত্ত ইএমপি (EMP) অনুযায়ী বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহল (এনজিওসহ) সচেষ্ট থাকার কথাও

---

[৬৫] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৬৬] প্রাগুক্ত।

[৬৭] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, পৃষ্ঠা ১৩০।

[৬৮] *প্রাগুক্ত*; Table 8.3c: Highest Resultant GLC of SOx for 24-hr and Annual at the tip of Sundarbans. পৃষ্ঠা ২৮৫.

[৬৯] *প্রাগুক্ত*; পৃষ্ঠা ২৯১।

[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ২৯১।

[৭১] প্রতিবেদনে পশুর নদীর পানি প্রবাহের কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

বলা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশবাদীরা মনে করেন ইতোপূর্বে বিভিন্ন মহল সচেষ্ট থাকার পরও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষিত পানি নির্গমণ রোধ করতে পারে নি।[৭২]

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে পশুর নদীতে বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ থাকে যথাক্রমে ২২,৫০০ কিউবিক মি/ সেকেন্ড ও ৬,০০০ কিউবিক মি/ সেকেন্ড শুধুমাত্র পাওয়ার প্ল্যান্টে নদীর পানি makeup water হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যার পরিমাণ মাত্র ২.৫ কিউবিক মি/ সেকেন্ড (৪,০০০ কিউবিক মি/ ঘন্টা); যা শুষ্ক মৌসুমের সর্বনিম্নপ্রবাহের মাত্র ০.৪%। এছাড়া পশুর নদী একটি জোয়ার ভাটা প্রভাবিত নদী তা ছাড়া এ নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নদী পুনঃখননের ব্যবস্থা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। অতএব, এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।[৭৩]

প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত পানি নির্ধারিত মাত্রায় পরিশোধন পূর্বক নিঃসরণ করাকেই 'শূন্য নির্গমন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহৃত পানি পরিবেশ অধিদপ্তরের মানদণ্ড অনুযায়ী দূষণমুক্ত না করে নদীতে ফেলা হবে না। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হবে বিধায় জীববৈচিত্র্যের ওপর কোনরূপ প্রভাব পড়বে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মানদণ্ড ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহল (এনজিওসহ) সচেষ্ট থাকবে।[৭৪]

### ২.৩.১১ বাস্তবায়ন অযোগ্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা

ইআইএ প্রতিবেদনে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পে কতজন মানুষের কর্মসংস্থান হবে সেটি নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তথ্যদাতার মতে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। এই কারণে প্রকল্পের ফলে কর্মসংস্থান হারনো বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ নেই। ইআইএ প্রতিবেদনে একদিকে বলা হচ্ছে প্রকল্পে স্থানীয় মানুষদের চাকরী দেওয়া হবে; আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে স্থানীয় মানুষ অদক্ষ তাই তাদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম।[৭৫] এলাকার অধিকাংশ মানুষ স্বল্পশিক্ষিত এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে কাজ করার মত বিশেষায়িত দক্ষতা কারও নেই। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কারণে কর্মচ্যুত স্বল্প শিক্ষিত ও অদক্ষ প্রায় কয়েক হাজার স্থানীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই। গবেষণার সময়কালে প্রকল্পগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাউকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে স্থানীয় মানুষ কাজের সুযোগ পেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে বলে উল্লেখ করা হলেও এখনো পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের কারো জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা সেরকম কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্তদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। এইক্ষেত্রে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[৭৬]

### ২.৩.১২ পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন না করা, তথ্য গোপন করা ও ভুল তথ্য দেওয়া

**ক. বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তথ্য গোপন:** ২০১০ সালের প্রজ্ঞাপনমূলে[৭৭] সরকার সুন্দরবনের পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন পশুর নদীকে জলজ প্রাণী বিশেষত 'বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিন' সংরক্ষনের স্বার্থে 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা করে। কিন্তু রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছে এবং পশুর নদী ও সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোন রকম আলোকপাত করা হয় নি। অন্যদিকে প্রকল্প হতে সুন্দরবনের দূরত্ব ১৪ কিমি কিনা সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে। অনেক তথ্যদাতা মনে করেন প্রকল্প এলাকাটি সুন্দরবন থেকে ৯ কি.মি. দূরে অবস্থিত যা একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল বলে ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮] নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানের সাথে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এই প্রকল্পের কারণে পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে সেটি বিবেচনার জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় আরো সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মন্তব্য করেন তথ্যদাতারা।

---

[৭২] কল্লোল মুস্তফা; রামপাল প্রকল্পের 'সংশোধিত' ইআইএ ,পিডিবির বিভ্রান্তিকর মতামত এবং তার জবাব; সূত্রঃ http://ncbd.org/?p=943

[৭৩] তথ্যদাতা ও ই আইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৭৪] প্রাগুক্ত।

[৭৫] প্রফেসর আনসারুল করিম; মহেশখালী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মে ২০১৪।

[৭৬] ম্যানজিং ডাইরেক্টর, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড।

[৭৭] প্রজ্ঞাপন; নং-পবম/বন শাখা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/(অংশ-১)

[৭৮] ইআইএ প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়েছে প্রকল্পের স্থানটি একসময় একেবারে সুন্দরবনেরই অংশ ছিল, সেটলার বা বসতি স্থাপনকারীরা বন কেটে আবাসভূমি তৈরী করেছে; যা প্রকল্পের স্থান সুন্দরবনের সন্নিকটেই বলে প্রমাণ করে (ইআইএ, পৃষ্ঠা ২০৮)।

**খ. রামপাল বা সুন্দরবন থেকে বায়ু প্রবাহের তথ্য না নেওয়া:** তথ্যদাতাদের মতে, রামপাল প্রকল্পে বায়ু প্রবাহের যে তথ্য দিয়েছে তার কোন রিডিং প্রকল্প এলাকা, সুন্দরবন বা এর আশপাশের থেকে নেওয়া হয়নি। প্রথম রিডিং নিয়েছে প্রকল্প এলাকা থেকে ৮-১০ কি. মি. দূর থেকে, দ্বিতীয় রিডিং নিয়েছে ৪৩ কি. মি. দূর শরনখোলা থেকে এবং তৃতীয় রিডিং নিয়েছে ২৩ কি. মি. দূর খুলনা থেকে। ইআইএ প্রতিবেদনে বায়ু প্রবাহের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বায়ু প্রবাহ এমনভাবে হয় (দক্ষিণ থেকে উত্তরে) যাতে প্রকল্পের ছাই বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ সুন্দরবনের দিকে যাবে না। তথ্যদাতারা এই তথ্য সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন। কারণ বাংলাদেশে ১৫ নভেম্বর থেকে ১০ মার্চ, গড়ে প্রায় তিনমাস বায়ু প্রবাহ থাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং এই তিনমাস মূলত শুষ্ক মৌসুম, কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে ছাই বা অন্য ক্ষতিকর পদার্থ প্রশমিত হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। এই তিনমাসে সুন্দরবনের যে ক্ষতি হবে তা ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

> "তারা বলছে এটা একটা সাইক্লোন এবং বন্যা প্রবণ এলাকা ফলে প্রকল্পের ফলে যে সকল দূষিত পদার্থের উৎপন্ন হবে, তা ধুয়ে-মুছে যাবে। তাহলে কি বন্যা-সাইক্লোন এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কামনা করব? দূষণ কমানোর জন্য এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আহবান করব?"
>
> - *একজন পরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ*

**গ. শব্দ দূষণ বিবেচনা না করা:** রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন, জেনারেটর, কম্প্রেসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কয়লা উঠানো নামানো, পরিবহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যানবাহন থেকে সৃষ্ট শব্দ দূষণ সবুজ বেষ্টনী তৈরি করার কারণে প্রকল্পের সীমার বাইরে উচ্চ শব্দ যাবে না বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ২৮৪)। সবুজ বেষ্টনীর বাইরে কয়লা পরিবহন, ওঠানো নামানো, ড্রেজিং, স্থল ও নদীপথে বাড়তি যান চলাচল ইত্যাদির কারণে যে শব্দ দূষণ হবে তার ফলে সুন্দরবন ও আশপাশের পরিবেশের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি। প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকায় কোন কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার তালিকা দেওয়া হয় নি। প্রকল্পের ফলে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে কি না, তাও উল্লেখ করা হয় নি।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিজাইনে যন্ত্রপাতির ২ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে শব্দের মাত্রা ৯০ ডি.বি. এবং প্ল্যান্ট বাউন্ডারীতে ৪৫ ডি.বি. নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মাত্রা মোতাবেক প্ল্যান্ট বাউন্ডারীতে শব্দের মাত্রা ৫০ ডি.বি. নিচে থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোন শব্দ দূষণ হবে না। বিভিন্ন যন্ত্র ও কয়লা আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত পথ অনুসরণ করা হবে, ফলে এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রদত্ত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হবে।[৭৯]

**ঘ. স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিবেচনা না করা:** উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসে নি। ভারতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে পার্শ্ববর্তী জমিতে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে এবং মানব দেহে অ্যাজমা ও ফুসফুসবাহিত নানা রোগ মহামারি আকারে দেখা দিতে পারে। ভারতে একটি গবেষণায় দেখা যায় ২০১২ সালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে প্রায় ৮০,০০০-১১৫,০০০ মানুষ মারা গেছে।[৮০] রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পেরই সীমানা ঘেষে মানুষের বসবাস। প্রকল্পের ফলে পাশ্ববর্তী মানুষের জীবনে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়টি ইআইএ তে উঠে আসেনি বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে অনুমানের ভিত্তিতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের EMP-তে প্রদত্ত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে সকল ক্ষেত্রে আশংকা মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।[৮১]

**ঙ. ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার বা এফজিডি (FGD) ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের অস্পষ্টতা**

ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার বা এফজিডি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্গত সালফারের পরিমাণ কমানোর কথা বলা হয়েছে রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে। এফজিডি ব্যবহার করলে সালফারের পরিমাণ নিরাপদ মাত্রার মধ্যে রাখা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% এর চেয়ে বেশি হলেই কেবল মাত্র এফজিডি ব্যবহার করা হবে; যার ফলে কয়লা থেকে নির্গত সালফারের মাত্রা সুন্দরবনের কাছে ৫৮.৪৩ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার থেকে ১৪.৪ মাইক্রোগ্রাম

---

[৭৯] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৮০] http://action.sierraclub.org/site/MessageViewer?em_id=288945.0&dlv_id=242099

[৮১] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

এ নেমে আসবে। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিকল্পনাতেই এফজিডি ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে।[৮২] রামপালের ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনে পরিবেশ দূষণের যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯৬.৫৭ কোটি টাকা এবং পরিচালনা খরচ ধরা হয়েছে ২৯.৪৯ কোটি টাকা (ইআইএ, পৃষ্ঠা ৪১৭)। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি স্থাপনের খরচ দেখানো হয়েছে, সেখানে এফজিডির কথা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে আদৌ এই প্রকল্পে এফজিডি ব্যবহার করা হবে কিনা সেটি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েই গেছে বলে মনে করেন তথ্যদাতাগণ। অন্যদিকে কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে এফজিডি ব্যবহার করলে বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ক্যাপিটাল কষ্ট ১১ থেকে ১৪ শতাংশ বেড়ে যায়। এফজিডি'র মাধ্যমে প্রতি টন সালফার ডাই অক্সাইড পরিশোধন করতে ৫০০ ডলার খরচ হলে বছরে ৫২ হাজার টন সালফার ডাই-অক্সাইডের জন্য খরচ হবে ২.৬ কোটি ডলার বা ২০৮ কোটি টাকা।[৮৩] তথ্যদাতাদের মতে, খরচের বিবেচনায় প্রকল্পগুলোতে এফজিডি ব্যবহার না করার সম্ভাবনাই বেশি।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী প্রথমত ০.৬% এর বেশি সালফারযুক্ত কয়লা আমদানি করা হবে না। যদি কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% এর কম হয় তাহলে এফজিডি ব্যবহারের দরকার হবে না।[৮৪]

### ২.৩.১২.১ সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিরাপদ মাত্রা দেখানো

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী (তফসিল ২) সংবেদনশীল এলাকায় সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০ মা.গ্রা/ঘ.মি. এবং আবাসিক এলাকায় ৮০ মা.গ্রা/ঘ.মি.। তথ্যদাতাদের মতে, রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের ফলে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ বিভিন্ন কৌশলে বিধিমালার নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে দেখিয়েছে। যেমনঃ

**ক. সুন্দরবন এলাকাকে 'আবাসিক' ও 'গ্রাম্য' এলাকা হিসেবে দেখানো**

সংশোধনের পূর্বের ইআইএ প্রতিবেদনে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের ২৪ ঘন্টার ঘনত্ব সুন্দরবন এলাকায় যথাক্রমে ৫৩.৪ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার ও ৫১.২ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার দেখানো হয় যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর এলাকার মানদণ্ডের চেয়ে (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) অনেক বেশি। তথ্যদাতাদের মতে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের এই মাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য আগের ইআইএ প্রতিবেদনে সুন্দরবনকে 'আবাসিক' ও 'গ্রাম্য এলাকা' হিসেবে দেখানো হয়েছিল; কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী আবাসিক ও গ্রাম্য এলাকার জন্য সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা ৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার।

**খ. গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ দৈনিক হিসাবের পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবে দেখানো**

রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে সুন্দরবনকে সেনসেটিভ বা স্পর্শকাতর এলাকা বলে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে যেখানে সুন্দরবনের কাছে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের ২৪ ঘণ্টার গড় মাত্রা দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৫৮.৪৩ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার ও ৪৭.২ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার যা ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী নিরাপদ সীমার (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) মধ্যে পড়ে না।[৮৫] প্রতিবেদনে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের পরিমাণ নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য দৈনিক হিসেবে গড় দেখানোর পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবের গড় দেখায়। বার্ষিক হিসেবে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের মাত্রার গড় যথাক্রমে ১৯.৩৬ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার ও ২৩.৯ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার; যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় উল্লেখিত সীমার মধ্যে পড়ে। অথচ এর আগের ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার স্ট্যান্ডার্ডকে ২৪ ঘণ্টার গড় হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ তে, প্রকল্পের ফলে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড নিঃসরনের পরিমাণের ক্ষেত্রে কেবল সালফার নিঃসরনের পরিমাণ ৮২০ $mg/Nm^3$ এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৪৬০

---

[৮২] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh; Table -C: Summary of Resultant 24 hr and annual average GLC of SOx and NOx near (tipping point) to the Sundarbans

[৮৩] কল্লোল মুস্তফা; রামপাল প্রকল্পের 'সংশোধিত' ইআইএ, পিডিবির বিভ্রান্তিকর মতামত এবং তার জবাব; সূত্রঃ http://ncbd.org/?p=943

[৮৪] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৮৫] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013; Table 8.3c: Highest Resultant GLC of SOx for 24-hr and Annual at the tip of Sundarbans and Table 8.4c: Highest Resultant GLC of NOx for 24-hr and Annual at the tip of Sundarbans.

mg/Nm$^3$ এর নিচে রাখা হবে বলা হয়েছে।[৮৬] উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Electrostatic Precipitator এবং এফজিডি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে যা সালফার নিঃসরনের পরিমাণ ৯০% কমিয়ে আনবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৭৫ মিটার উচ্চতার চিমনী, কয়লা উঠানামা বা বহন করার সময় সৃষ্ট ধূলা রোধে স্প্রে ব্যবহার করা হবে। আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সাব-ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর তুলনায় কম কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সালফার, কার্বন বা নাট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড এর নিঃসরনের পরিমাণ কত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

**গ. সালফার, নাইট্রোজেন নিঃসরণ প্রতি সেকেন্ডে দেখানো**

রামপাল প্রকল্পে সালফার, নাইট্রোজেন ও ফ্লু-গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কৌশলে কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকল্পের একটা ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ৮১৯ গ্রাম সালফার ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করবে বলে দেখানো হয়েছে।[৮৭] তথ্যদাতাদের মতে ইআইএ প্রতিবেদনে এভাবে প্রতি ইউনিট/সেকেন্ড হিসেবে দেখিয়ে পরিমাণটাকে ছোট করে দেখিয়েছে। প্রকৃত হিসাব হলো দুইটি ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৮১৯ গ্রাম সালফার ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করা হলে ২৪ ঘন্টায় তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪২ মে. টন, এক মাসে ৪২৬০ মে. টন এবং এক বছরে ৫১৪৩০ মে. টন, যা একটি বিশাল পরিমাণ। একইভাবে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের হিসেবও প্রতি সেকেন্ডে দেখানো হয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটি বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের হার কম দেখানোর চেষ্টা দেখা গেছে পুরো প্রতিবেদনে।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত বায়ুর মানমাত্রা বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬ই জুলাই ২০০৫ তারিখে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর সংশোধন করে। উক্ত সংশোধন অনুসারে বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারপাশের বায়ুতে SOx এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৩৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার (২৪ ঘণ্টার জন্য), ৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (সারা বছরের গড়) এর বেশি হবে না। তদুপরি NOx এর ক্ষেত্রেও বায়ুতে সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (সারা বছরের গড়) এর বেশি হবে না। প্রদত্ত পরিবেশ সমীক্ষাটিতে বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই বায়ুপ্রবাহের সাথে সাথে SOx ও NOx এর সর্বোচ্চ মাত্রা চিমনি থেকে বিভিন্ন স্থানে নিরূপণ করা হয়েছে। যেটা কিনা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার সংশোধনী ২০০৫ উপরোক্ত বিবি ১৯৯৭ এর মাত্রাকেও মেনে চলে। বিধি ১৯৯৭ অনুসারে SOx ও NOx এর সর্বোচ্চ মাত্রা প্রকল্প এলাকায় গ্রাম্য ও আবাসিক এলাকার মাত্রাকে মেনে চলে এবং সুন্দরবন এলাকায় SOx ও NOx এর সর্বোচ্চ মাত্রা সংবেদনশীল এলাকার মাত্রাকে মেনে চলে।[৮৮]

এছাড়া সার্বিকভাবে পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন না করা, তথ্য গোপন করা ও ভুল তথ্য দেওয়া প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হল, "প্রস্তাবিত খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সকল মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়েছে। সম্ভাব্য সকল ধরনের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেখানে তা যথাযথভাবে করা হয়েছে। সর্বোপরি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কর্মতালিকা অনুসরণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য হিসেবেই প্রমাণ করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে কোনো প্রতারণা বা তথ্য বিকৃত করা হয় নি।[৮৯]

## ২.৪ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া

সুন্দরবনের কাছে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরোধিতা করে সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন মানববন্ধন, প্রবন্ধ লেখা, স্মারকলিপি দাখিল, আদালতে রিট আবেদন দাখিল করেছে। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষ হতে ঢাকা থেকে রামপাল পর্যন্ত লং-মার্চ কর্মসূচী পালন করেছে। সুন্দরবনের কাছে কয়লাভিত্তিক ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মহল থেকেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সম্পর্কে 'রং সিগন্যাল' (ভুল বার্তা) যাচ্ছে বলে মনে করেন তথ্যদাতাগণ। এই প্রকল্পগুলো নির্মাণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল দাবির যৌক্তিকতাকে দুর্বল করেছে বলে মতপ্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ।

---

[৮৬] Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013, Page 15। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুসারে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড নিঃসরনের আদর্শ মাত্রা ৬০০ mg/Nm$^3$ এবং IFC Environmental Health and Safety Guidelines 2008 অনুসারে সালফার-ডাই-অক্সাইডের আদর্শ মাত্রা 850 mg/Nm$^3$ ।

[৮৭] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, July 2013, Page 448.

[৮৮] ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত Comments and Responses on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna থেকে নেয়া হয়েছে।

[৮৯] প্রাগুক্ত।

সংরক্ষিত সুন্দরবনের অতি সন্নিকটে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারের কাছে লিখিত পত্রের মাধ্যমে রামসার কর্তৃপক্ষ এবং ইউনেস্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)।[৯০] প্রস্তাবিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ে বন বিভাগও আপত্তি উত্থাপন করে।[৯১] পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এই প্রকল্প নির্মাণের অংশীদার হওয়ার কারণে নরওয়ের ইথিক্যাল গ্রুপ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে নরওয়েজিয়ান সরকারকে তাদের Government Pension Fund Global (GPFG) থেকে এনটিপিসি'র অন্তর্ভুক্তি বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেছে।[৯২]

দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই (জাইকা এবং ভারতের সাথে) যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় নি। ফলে এসব চুক্তিতে কী আছে সে বিষয়ে জনমনে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। রামপাল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তির বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে যে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে তথ্যদাতারা চুক্তিটিকে জাতীয় স্বার্থ-বিরুদ্ধ বলে মনে করেন। [৯৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মোট বাজেটের ১৫% পিডিবি, ১৫% ভারতীয় পক্ষ এবং ৭০% ঋণ নেওয়া হবে। যে নিট লাভ হবে সেটা ভাগ করা হবে ৫০% হারে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনবে পিডিবি। করমুক্ত সুবিধাসহ ভারত মাত্র ১৫% বিনিয়োগ করে বিদ্যুতের মালিকানা পাবে ৫০%। বিদেশী ৭০ ভাগ ঋণের সুদসহ ঋণ পরিশোধের দায় থাকবে বাংলাদেশের। কোন কারণে উৎপাদন বন্ধ থাকলে তার দায়ভারও বাংলাদেশ সরকারকেই নিতে হবে।[৯৪] দেশীয় কোম্পানির চেয়ে এই প্রকল্পের বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দ্বিগুন অর্থাৎ কয়লার দাম প্রতিটন ১৪৫ ডলার হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম হবে ৮ টাকা ৮৫ পয়সা; বাংলাদেশের অন্যান্য প্রকল্পে যা ৪.৪৫ টাকা।[৯৫] অন্যদিকে মাওয়া, লবণচড়া এবং আনোয়ারায় যে তিনটি ক্ষুদ্র আকারের কয়লা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্যুতের দর স্থির হয়েছে সর্বোচ্চ প্রতি ইউনিট ৪ টাকা। ফলে উক্ত চুক্তিটি দেশীয় স্বার্থবিরুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ। অন্যদিকে দুটি প্রকল্পেরই কস্ট বেনিফিট এনাইসিসের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকি দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তথ্যদাতাগণ। ড: আবদুল্লাহ হারুণ এবং প্রফেসর আনু মুহাম্মদ প্রকল্পের ফলে লাভ-ক্ষতির হিসেব করে দেখিয়েছেন, রামপাল এলাকাটির অর্থনৈতিক, সামাজিক, কাঠামোগত এবং পরিবেশগত দিক বিবেচনায় কোন ধরনের কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রর জন্য উপযোগি নয়।[৯৬]

সুন্দরবনের কারণে রামপালের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গণমাধ্যমে প্রচার পেলেও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে তেমন কোন আলোচনা শোনা যায় নি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অনেকেই মাতারবাড়ি প্রকল্প বিষয়ে তেমন কিছু জানেন না বলে উল্লেখ করেন। গণমাধ্যমকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের ব্যাপারে ফলাও করে প্রচার করতে দেখা যায় নি। তথ্যদাতাদের মতে মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকাটির পাশে সুন্দরবনের মত কোন স্পর্শকাতর ইস্যু না থাকার কারণে পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্প নিয়ে মনোযোগী নয়। আবার কেউ কেউ বলছেন, সরকার যেখানে সুন্দরবনের মত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে পরিবেশ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করছে না সেখানে মাতারবাড়ি প্রকল্পের ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সরকারের কাছে গুরুত্ব পাবে না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, স্থানীয় পত্রপত্রিকায় মাতারবাড়ি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের দুর্নীতি এবং প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন বিষয়ে গুরুত্বসহকারে সংবাদ প্রকাশিত হলেও জাতীয় গণমাধ্যমে এ আন্দোলন তেমন গুরুত্ব পায়নি। তবে সরকারের পক্ষ হতে জোরেসোরে বলা হচ্ছে এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি একনেকের সভায় এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এতটা সর্বাধুনিক হবে যে, একটি কয়লার দানা এবং ধোঁয়া দেখা যাবে না।[৯৭]

## ২.৫ উপসংহার

কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে পরিবেশের ওপর কতটুকু প্রভাব পড়বে, তা নির্ভর করবে ইআইএ কতটা কার্যকরভাবে করা হয়েছে তার ওপর। তাছাড়া কত উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বা এর ব্যবস্থাপনা কতটা উন্নত হবে প্রভৃতির ওপর প্রকৃতির ক্ষয় ক্ষতি নির্ভর করে। কিন্তু রামপাল ও মাতারবাড়ি দুটি প্রকল্পের ইআইএ এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়নি। এছাড়া এই সমীক্ষা সম্পাদনে অকার্যকর জনঅংশগ্রহণ, যথাযথ

---

[৯০] একটাই সুন্দরবন; রামপালে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে ভূমিগ্রাস বন্ধ কর সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাই জনমতের প্রতিফলন, বেলা, একশনএইড, টিআইবি, বাপা এবং সেভ দ্যা সুন্দরবনের পক্ষ হতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রদত্ত দাবি; তারিখ: ১৫/০৪/২০১২। প্রাগুক্ত।

[৯১] প্রাগুক্ত।

[৯২] Annual report 2014: Council on Ethics for the Government Pension Fund Global, Source: http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf

[৯৩] তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি; *বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নাই*; আগষ্ট ২০১৩; উৎস: http://ncbd.org/।

[৯৪] প্রাগুক্ত।

[৯৫] প্রাগুক্ত।

[৯৬] প্রাগুক্ত।

[৯৭] http://www.thereport24.com/article/51132/index.html#sthash.futRUQsP.dpuf

তথ্য উপস্থাপন না করা, ভুল মানদণ্ড ব্যবহার করা এবং প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ওপর সৃষ্ট সামগ্রিক প্রভাবকে গুরুত্ব প্রদান না করার অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাগণ এই প্রতিবেদনগুলোতে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা সেটা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সামগ্রিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্পগুলো ঐসব স্থানে স্থাপন করা হবে এই ধারণা থেকে নিয়ম রক্ষার্থে ইআইএ সম্পাদন করা হয়েছে যা দেশের সাধারণ নাগরিক, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, পরিবেশবাদীসহ আন্তর্জাতিক মহল থেকে সমালোচিত হয়েছে। প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা মত প্রযুক্তি ব্যবহার না করা হলে কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশের ক্ষতির বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। যেমন রামপাল প্রকল্পে ইআইএ তে বলা হয়েছে 'তারা প্রয়োজন মনে করলে' ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করবে। কিন্তু এই প্রয়োজন মনে করার মানদণ্ড কি তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সার্বিকভাবে পুরো ইআইএ সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং এর তথ্য নিয়ে সচেতন নাগরিকদের মধ্যে সন্দেহ ও উদ্বিগ্নতা আছে।

*তৃতীয় অধ্যায়*

## ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে জমি বা অন্য কোনো বেসরকারি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে।[৯৮] ইতোপূর্বে সরকারি অফিস-আদালত, রেলওয়ে ও সড়ক বা কোন প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল করা হয়েছে। সরকার আইনি ক্ষমতাবলে রামপাল এবং মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে। ভূমি অধিগ্রহণে উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই অধ্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণে আইনি বিষয়াবলী, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ আদায়ে অনুসৃত প্রক্রিয়াসমূহ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### ৩.১ এক নজরে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করে।[৯৯] বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি সম্পত্তি গ্রহণের জন্য 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ১৯৮২' অনুসরণ করা হয়। এই আইনে অধিগ্রহণ করা স্থাবর সম্পত্তির মালিককে কিছু সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। যেমন এই আইনে অধিগ্রহণের বিষয়ে জমির মালিকের আপত্তি তোলার সুযোগ আছে এবং আইনানুসারে এইসব আপত্তি নিস্পত্তি করারও বিধান আছে। জমির হুকুম দখল প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কমানোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আইনানুসারে ডেপুটি কমিশনার ৮ ও ৯ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান বা সরকারি ট্রেজারিতে গচ্ছিত রাখা সাপেক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করবেন। ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরনের সাথে ৫০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে।[১০০]

সরকার কোন প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে জেলা প্রশাসন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ (৩ ধারা নোটিশ) জারি করে। ৩ ধারার নোটিশ জারির পর ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ডেপুটি কমিশনার বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। আপত্তি নিস্পত্তি হলে জেলা প্রশাসন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের নোটিশ (৬ ধারার নোটিশ) জারি করে। সর্বশেষ জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের নোটিশ (৭ ধারা নোটিশ) জারি করে।[১০১] ৭ ধারার নোটিশের পর জেলা প্রশাসন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণে প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রামপাল এবং মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রামপাল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং Land Acquisition and Resettlement Action Plan 1982 অনুসারে ১৮৩৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়।[১০২] অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ১৪১৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়।[১০৩] এই প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে (১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও (২) জাইকা গাইড লাইন ২০১০, (৩) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অপারেশন পলিসিস, (৪) দি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সেইফগার্ড পলিসিস অনুসরণের কথা রয়েছে।[১০৪] উভয় প্রকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের পর অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর সম্পন্ন করেছে।

---

[৯৮] ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রণীত আইনসমূহ: ১৮৯৪ সালে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রথম আইন দি ল্যান্ড একুইজিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪ প্রণীত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান আইন সংশোধনসহ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নতুন আইন প্রণীত হয়। যেমন, দি ইমার্জেন্সী রিকুইজিশন প্রোপার্টি অ্যাক্ট ১৯৪৮, দি সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট, দি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬। হুকুমদখল ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আরও যে সকল আইন, বিধিমালা, অধ্যাদেশ ও প্রবিধান জারি করা হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দি মিউনিসিপ্যাল কমিটি (প্রোপার্টি) রুল্স, ১৯৬০; দি ইউনিয়ন কাউন্সিল (প্রোপার্টি) রুল্স, ১৯৬০; দি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১; দি একুইজিশন অফ ওয়েষ্ট ল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৯৫০; দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (ল্যান্ড একুইজিশন) রেগুলেশন, ১৯৫৮; দি ক্যান্টনমেন্ট (রিকুইজিশন অব ইমুভেবল প্রোপার্টি) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৮। সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর কিছু সংশোধনী আনা হয় ১৯৮৯, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে।

[৯৯] ১৮২৪ সালের ১ নং বঙ্গীয় প্রবিধান

[১০০] সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১০১] প্রাগুক্ত; ধারা ৩, ৬, ৭।

[১০২] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh.

[১০৩] ১৪১৪ একরের বাইরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিও প্রকল্প এলাকায় দেয়া হয়েছে। প্রকলপ বাস্তবাযনকারী প্রতিষ্ঠান ১৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখেই সীমানা প্রাচীর স্থাপন করে।

[১০৪] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh,পৃষ্ঠা - ১-৭ ।

**চিত্র ৩.১ : একনজরে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া**

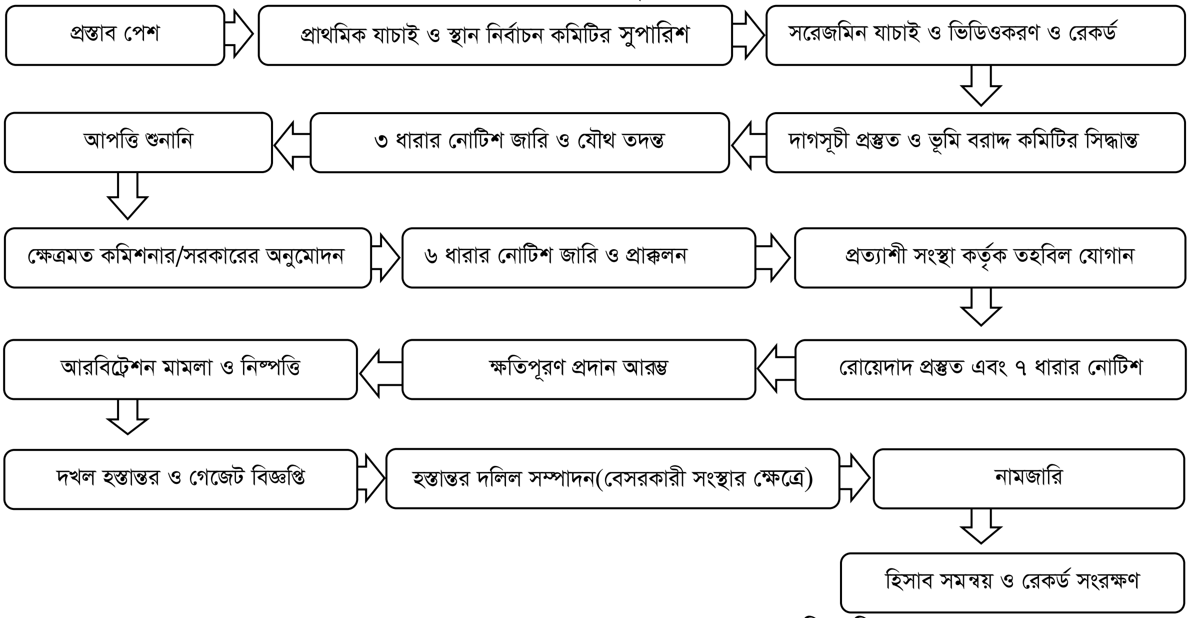


সূত্র: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২

## ৩.২ ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে:

১. ৩ ধারার নোটিশ জারির দিনে সম্পত্তির বাজার মূল্য (বাজার মূল্য নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক একই পারিপার্শ্বিক সুবিধাযুক্ত সম্পত্তির বিগত বার মাসের গড়পড়তা মূল্য বিবেচনা করবেন);
২. জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তি দখল গ্রহণের সময় ঐ সম্পত্তির ওপর বিদ্যমান শস্য বা বৃক্ষ গ্রহণের ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি;
৩. জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি হতে পৃথককরণজনিত কারণে ক্ষতি;
৪. জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তিটির দখল গ্রহণকালে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় বা অধিগ্রহণের ফলে তার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর অন্য যে কোন প্রকারে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে ক্ষতি হবে;
৫. অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বাসস্থান বা কর্মস্থল স্থানান্তর করতে বাধ্য হন তা হলে এরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসংগত আনুষঙ্গিক খরচ;
৬. ৬ ধারার নোটিশ জারি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পত্তির মুনাফা হ্রাসের ফলে যে ধরনের ক্ষতি হতে পারে; [১০৫]
৭. নির্ধারিত বাজার মূল্য ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ওপর আরও পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারবেন।

এছাড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পে যেসব প্রতিষ্ঠান অর্থ সহায়তা দেয় এবং যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে তাদের নিজস্ব কিছু নির্দেশিকা রয়েছে যা বিদ্যমান আইনের সাথে সমন্বয় সাধন করে প্রতিপালন করা হয়। যেমন মাতারবাড়ি প্রকল্পের অর্থ সহায়তাকারী সংস্থা হিসেবে রয়েছে জাইকা, যাদের ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা বা নীতিমালা রয়েছে যা JICA Guidline for Environmentla and Social Considerations 2010 নামে পরিচিত। জাইকা নির্দেশনা অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপযুক্ত মানুষের ধরন বাংলাদেশ সরকারের অধ্যাদেশ থেকে আরো অধিক। এই কর্ম পরিকল্পনায় অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের জন্য তিনটি উপাদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। জাইকা নির্দেশিকা মতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপযুক্ত মানুষের মধ্যে আছে:

১. সম্পত্তি, আয়ের উৎস এবং জীবিকা নির্বাহের সংগতি হারানো এবং ভূমির ওপর আইনি দাবিহীন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত এমন মানুষের ক্ষতিপূরণ
২. স্থানান্তরের স্থান এবং যথোপযুক্ত সুবিধাদিসহ স্থানান্তরের জন্য আর্থিক সহযোগিতা

[১০৫] সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ধারা ৮।

৩. অন্ততপক্ষে বর্তমান অবস্থার সমপর্যায়ে পুনর্বাসন করা।[১০৬]

প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং JICA Guideline for Environment and Social Consideration এর মধ্যকার বৈপরীত্য দূর করে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে।[১০৭] এই দুই নীতির সমন্বয়ের ফলে ভূমির স্বত্বাধিকারী ছাড়াও স্বত্বাধিকারহীন ব্যক্তিবর্গ যারা ভূমির ওপর অধিকার হারিয়েছে, স্থানচ্যুত হয়েছে, উপার্জনের উপায় হারিয়েছে বা প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারাও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে; যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি।[১০৮] অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ ভূমি অধিগ্রহণ এবং Land acquisition and Resettlement action plan 1982 অনুসারে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ এবং পুনর্বাসনের সার্বিক প্রক্রিয়াদি সম্পাদনের জন্য একটি **সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ উপদেষ্টা পর্ষদ** (Property Valuation Advisory Team - PVAT) ও একটি **পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি** (Resettlement Advisory Committeess - RACs) গঠনের বিধান রয়েছে।[১০৯] প্রকল্প প্রস্তাবনায় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। এই পর্ষদ প্রকল্পের ফলে যে ক্ষতি হবে তার মূল্য সম্পর্কে সম্পাদিত এসেসমেন্ট রিভিউ করবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এই পর্ষদের সিদ্ধান্ত মত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় জনগণ এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করবে যেখানে স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও থাকবে। এই কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজে মতামত প্রদানসহ ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

## ৩.৩ রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের চিত্রঃ (জমির পরিমাণ, জমির ধরন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা)

### ৩.৩.১ রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প

রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে ১৩২০ মেগাওয়াট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

**সারণি ৩.১ : রামপাল প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ**

| ক্রম | মৌজার নাম | অধিগ্রহণে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর) | জমির ধরন |
|---|---|---|---|
| ১ | কৈগরদাস | ৩৫০.৮০ | জলাভূমি, মাছ চাষের ঘের, কৃষি জমি |
| ২ | সাপমারি-কাটাখালি | ১৪৮৩.২০ | জলাভূমি, মাছ চাষের ঘের, কৃষি জমি |
| | **মোট** | **১৮৩৪** | |

১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করার পর ২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমি বিপিডিবি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জায়গাকে দুটি ব্লকে ভাগ করে ব্লক-এ অংশে ৯১৫.৫০ একর এবং ব্লক-বি অংশে ৯১৮.৫০ একর রাখা হয়েছে। প্রথম ইউনিট থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ২০১৮ সালের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ইউনিট থেকে পরবর্তী ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে ২০২৩ সালে। অধিগ্রহণকৃত জমিতে বালু ভরাট করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই জমিগুলো অধিকাংশই কৃষি জমি যেখানে প্রধানত ধান ও চিংড়ি চাষ হয়। ২৫ বছর আয়ুষ্কালসম্পন্ন ৬৬০ মেগাওয়ার্ট এর দুটি ইউনিট সম্বলিত এ প্রকল্পের নির্মাণ সময় সাড়ে চার বছর। পরবর্তীকে এই প্রকল্পে অতিরিক্ত ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে।

রামপাল প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামজিক বিষয়াবলীর তথ্যের জন্য কোন জরিপ না করে গণশুমারি ২০১১ এর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গণশুমারি ২০১১ অনুসারে জমি অধিগ্রহণের ফলে রামপাল প্রকল্প এলাকা থেকে ১৫০টি খানা উচ্ছেদ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ইআইএ প্রতিবেদনে। তথ্যদাতাদের মতে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ফলে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে ১০,০০০-

[১০৬] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh.

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২-৩, পরিশিষ্ট্য - ৪ঃ জাইকা নির্দেশিকা এবং বাংলাদেশ আইনের মধ্যে ভিন্নতা পর্যালোচনা; দ্রষ্টব্য

[১০৮] প্রাগুক্ত,

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-৫

২০,০০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা (৬২৫ মিলিয়ন) বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১১০]

### ৩.৩.২ মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প

মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরবরাহলাইন ও যাতায়াতের রাস্তার জন্য নির্ধারিত জমি ছাড়াই সিপিজিসিবিএল কর্তৃক প্রকল্প নির্মাণের জন্য মাতারবাড়িতে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপ:

**সারণি ৩.২ : মাতারবাড়ি প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ**

| ক্রম | মৌজার নাম | অধিগ্রহণে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর) | জমির ধরন |
|---|---|---|---|
| ১ | মাতারবাড়ি | ৯৫০.৫২ | নাল, খাল, লবণ ও চিংড়ি চাষের জমি |
| ২ | ধলঘাটা | ৫৪৯.২৮ | নাল, খাল, লবণ ও চিংড়ি চাষের জমি |
| | **মোট** | **১৪৯৯.৮০** | |

তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত ৯০% জমি লবণ/চিংড়ি চাষের জমি। অল্প কিছু জমি নাল এবং বাকি জমিগুলো খালের জমি আছে। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Land Acquisition and Resettlement Action Plan অনুসারে প্রকল্পের প্ল্যান্ট এবং বন্দর নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে নিম্নে উল্লেখিত সংখ্যক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়েছে:

**সারণি ৩.৩ : ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা ও ধরন**

| ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা | খানার সদস্য সংখ্যা | ক্ষতির ধরন | খানার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৩৪৩ | ২০৩১ | ব্যক্তিগত ভূমি হারানো | ২৩৭ |
| | | ব্যক্তিগত ভূমি থেকে আশ্রয় হারানো এবং স্থানচ্যুত হওয়া | ৪ |
| | | ব্যক্তিগত জমির লীজ অধিকার হারানো | ৭৭ |
| | | সরকারি জমির লীজ অধিকার হারানো | ১০ |
| | | খাস জমির অধিকার হারানো | ১৫৬ |
| | | খাস জমির ওপর বসবাসের অধিকার হারানো | ১৬ |
| | | স্থায়ী জীবিকা/উপার্জনের উপায় হারানো | ৩৪ |
| | | শস্য, চিংড়ি ও মাছ ক্ষয়ক্ষতি | ৪৯৯ |
| | | কাঠ ও ফলের গাছ হারানো | ২৭৪ |
| | ১৬৫ | চিংড়ি, লবণ এবং মৎস্য চাষ এবং সংগ্রহের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত | |
| | ৮৯২ | চিংড়ি, লবণ এবং মৎস্য চাষ এবং সংগ্রহের সাথে অস্থায়ীভাবে যুক্ত | |
| | ১২ | অংশীদারভিত্তিক কৃষি কাজ | |
| ক্ষতিপূরণের পরিমাণ: ৩৮৬ কোটি টাকা (৩.৮৬ বিলিয়ন টাকা)[১১১] | | | |

**সারণি ৩.৪ : প্রকল্পের নগর উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা**

| ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা | খানার সদস্য সংখ্যা | ক্ষতির ধরন | খানার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৪১ | ২০৭ | ব্যক্তিগত ভূমি হারানো | ৪১ |
| | | স্থায়ী জীবিকা/উপার্জনের উপায় হারানো | ১৯ |
| | ১২ | চিংড়ি, লবণ এবং মৎস্য চাষ এবং সংগ্রহের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত | |
| | ৫২ | চিংড়ি, লবণ এবং মৎস্য চাষ এবং সংগ্রহের সাথে অস্থায়ীভাবে যুক্ত | |
| ক্ষতিপূরণের পরিমাণ: ১৩.০৩৫ কোটি টাকা (১৩০.৩৫ মিলিয়ন)[১১২] | | | |

[১১০] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. July 2013.
[১১১] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh.
[১১২] প্রাগুক্ত

উপরোক্ত জমি অধিগ্রহণের পর ২৪ আগস্ট ২০১৪ প্রাকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অধিকৃত জমি হস্তান্তর করা হয়।[১১৩] জেলা প্রশাসক বরাবর ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রায় ২৩৭ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ফলে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩০,০০০ - ৪০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

## ৩.৪ রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

### ৩.৪.১ রামপাল প্রকল্প

রামপাল প্রকল্পে ভূমি হারানো এবং বাসস্থানচ্যুতির কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। এই অধ্যাদেশ অনুসারে ধানী জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য ঐ জমির বাজারমূল্যের ১.৫ গুণ; লীজ নেওয়া সম্পত্তির মূল্য নির্ভর করে জমির অবস্থান, জমির উর্বরতা, যোগাযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার ওপর। মোট ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা।[১১৪] বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে, ৩০ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৫৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট ক্ষতিপূরণের ৯২%।

### ৩.৪.২ মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প

মাতারবাড়ি প্রকল্পের প্রস্তাবনায় প্রকল্পের জন্য ১৪৯৯.৮০ একর জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপুরণ বাবদ ২শ ৩৭ কোটি টাকা বিতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।[১১৫] এতে প্রতি একরে সর্বোচ্চ প্রায় ২৭ লাখ ৭৭ হাজার ৭৭৮ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে খালের মালিকরা। লবণের জমির মালিকরা পাবেন প্রতি একরে ৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪০৭ টাকা। নাল জমির মালিকরা পাবেন প্রতি একরে ১৭ লাখ ২১ হাজার ১৮৭ টাকা।[১১৬] সরকারি নথিপত্র অনুসারে বিগত বার মাসের বিক্রয় মূল্যের গড়ের সাথে ৫০% প্রিমিয়ামসহ এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মাতারবাড়ি প্রকল্পের Land Acquisition and Resettlement Action Plan এ অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিকদের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

**সারণি ৩.৫ : ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ**

| স্বত্বাধিকারী | খানার সংখ্যা | আয়তন (হেক্টর) | ক. জমির মূল্য (টাকা) | খ. আইনানুসারে ক্ষতিপূরণ (টাকা) | গ. হস্তান্তরের খরচ (টাকা) | ঘ. উপার্জন হারানোর কারণে সহযোগিতা (টাকা) | মোট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জমির মালিক | ২৩৭ | ৪৫৫ | ১,১২৪,৩২৯,৬০৩ | ১,৬৮৬,৪৯৪,৪০৫ | ২৫২,৯৭৪,১৬০.৬৮ | ২৫৯,১৪৭,১৫২ | ২,১৯৮,৬১৫,৭১৭ |

কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মাতারবাড়ির এক কানি (৪০ শতাংশের) জমির মালিক সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) ক্ষতিপূরন পাবে ৭৮২০৩০.৬৯ টাকা।[১১৭]

## ৩.৫ তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে অনুসৃত প্রক্রিয়াসমূহ

**৩.৫.১ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রেরণঃ** মাতারবাড়ি প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ৩০ জুলাই ২০১৩ সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৩ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করে। এর পর ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে ৬ ধারার নোটিশ জারি করা হয় এবং একই বছরের ২৭ জুলাই ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৭ ধারার নোটিশ জারি করা হয়। আইনানুসারে ৭ ধারার নোটিশ জারির পর থেকে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার নির্দেশ জারি করে।

রামপাল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২৩ আগস্ট ২০১০ তারিখে ৩ ধারা নোটিশ জারি করা হয়। এরপর যথাক্রমে ২৬ জানুয়ারি ২০১১ ও ১৬ অক্টোবর ২০১১; ৬ ধারা ও ৭ ধারা নোটিশ জারি করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে, ৩ ধারার নোটিশ সংশ্লিষ্টদের বরাবর পৌঁছালেও ৬ ধারা ও ৭ ধারার নোটিশ সবাই পায়নি। এখানে লক্ষণীয়, উভয় প্রকল্পেই মানুষ প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে থাকায় কেউ নোটিশের বিষয়টিকে গুরুত দেয় নি।

---

[১১৩] মাতারবাড়ি কয়লা বিদুৎ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কর্মসংস্থানে স্থানীয়রা অগ্রাধিকার পাবে; দৈনিক কক্সবাজার, ২৫/০৮/২০১৪।

[১১৪] Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. July 2013, পৃষ্ঠা ৪১৬।

[১১৫] প্রাগুক্ত

[১১৬] মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন, দৈনিক কক্সবাজার, তারিখঃ ১৩/০৮/২০১৪।

[১১৭] ৪৫৫ হেক্টর = ১১২৪৫৬.৭৫ শতাংশ জমির প্রতি শতাংশের সার্বিক ক্ষতিপূরণ মূল্য ১৯৫৫০.৭৭ টাকা হিসেবে করে।

**৩.৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ফাইল প্রস্তুতকরণ:** ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ বিভিন্ন প্রমাণ যেমন স্থানীয় চেয়ারম্যানের কর্তৃক সত্যায়িত ছবি, নাগরিকত্ব সনদ, বিএস খতিয়ানের মূল/সার্টিফাইড কপি, হাল সনের খাজনা দাখিলা, ওয়ারিশ সনদপত্র, রোয়েদাদনামা, ক্ষমতাপত্র (নাদাবিপত্র), বণ্টননামা, হস্তান্তরিত দলিল এর সমন্বয়ে ক্ষতিপূরণের ফাইল প্রস্তুতপূর্বক জেলা ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ফাইল জমা করে।

**৩.৫.৩ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ফাইল জমাকরণ:** প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ফাইল জমা দিতে হয়। ফাইল জমাকরণের পর একটি রেজিস্ট্রার বুকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারীর নাম, খতিয়ান নম্বর, ৭ ধারা নোটিশের রোয়েদাদ এবং জমির পরিমাণ লিখে একটি সিরিয়াল নম্বর দেওয়া হয়। এই সিরিয়ার নম্বর অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা হয়। সিরিয়াল নম্বর আগে হলে ক্ষতিপূরণও আগে পাওয়া যায় বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ।

**৩.৫.৪ ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়ে সার্ভেয়ার/কানুনগোর প্রতিবেদন:** দাখিলকৃত ক্ষতিপূরণ দাবির ফাইলের সত্যতা ও রোয়েদাদের সত্যতা যাচাইপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ শাখার সার্ভেয়ার ও কানুনগো প্রতিবেদন প্রদান করে। জমির মালিকানা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং নাদাবিপত্রসহ সব কিছু যাচাই করার পর এই প্রতিবেদন দেওয়া হয়। সার্ভেয়ার এবং কানুনগোর প্রতিবেদনে যদি দাবিকৃত ফাইলের তথ্যাদি সত্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোন আইনি বাধা থাকে না।

**৩.৫.৫ আরবিট্রেশন সমাধানে মিস কেস:** সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জমির মালিকানা কেন্দ্রিক বা অন্য কোন ধরনের জটিলতা থাকলে এডিসি রেভিনিউ বরাবর মিস কেসের মাধ্যমে তা সমাধান করতে হয়। মিস কেসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে যে কোন আরবিট্রেশন সমাধান করার নিয়ম রয়েছে।

**৩.৫.৬ ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান:** সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদন সাপেক্ষে দাখিলকৃত ফাইল ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হলে ক্ষতিপূরনের চেক প্রদান করা হয়।

**৩.৫.৭ ক্ষতিপূরণের চেকে এডভাইস গ্রহণ:** গৃহীত ক্ষতিপূরণের চেক দ্বারা টাকা উত্তোলন করতে চেকের ওপর এডিসি রেভিনিউ কর্তৃক এডভাইস প্রয়োজন হয়।

**৩.৫.৮ এডভাইস প্রাপ্ত চেকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদন:** এডিসি রেভিনিউ'র এডভাইস প্রাপ্ত চেকের ওপর ট্রেজারি শাখার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের পর ঐ চেক টাকা উত্তোলনের জন্য উপযুক্ত হয়।

**৩.৫.৯ ব্যাংকে চেক জমা দান:** হিসাব রক্ষক কর্মকর্তার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্ত চেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসেবে জমা দিলে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবে টাকা জমা হয়।

## ৩.৬ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

### ৩.৬.১ ভূমি অধিগ্রহণ আইনের দুর্বলতা

বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এ জমির মালিক, জমি হতে পৃথকীকরনজনিত ক্ষতি, জমির ওপর বিদ্যমান বৃক্ষ ও শস্যের ক্ষতিপূরণ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিষয় উল্লেখ থাকলেও জমি অধিগ্রহণের ফলে জমির মালিক ছাড়া ঐ জমির ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষের ক্ষতিপূরণের কোন উল্লেখ নেই। ফলে অধিগ্রহণকৃত জমির ওপর নির্ভরশীল স্বত্বাধিকারহীন মানুষের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃতি পায়নি; যা আন্তর্জাতিক অধিগ্রহণ নীতিমালা যেমন (১) জাইকা গাইডলাইন ২০১০, (২) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অপারেশন পলিসিস, (৩) দি এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক সেইফগার্ড পলিসির সাথে সাংঘর্ষিক। স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য আলাদা অধিগ্রহণ আইন করা হলেও রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য কোন সমন্বিত আইন করা হয়নি।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক এবং সকল ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণির লোকজনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা ছাড়াও প্রকল্পের লভ্যাংশের মালিকানাসহ বিভিন্ন প্রকার পুনর্বাসন পরিকল্পনার বিধান প্রচলিত আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে ভূমির মালিক ছাড়া ভূমির ওপর নির্ভরশীল ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন শ্রমিক ও অন্য জনগোষ্ঠীকে কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে তার কোনো নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকায় প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে উভয় এলাকার একটি বিরাট জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হারাবে।

আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের নোটিশ বিএস খতিয়ানের মালিকের নামে প্রচার করা হয়। ফলে বিএস রেকর্ডের পরবর্তীতে ক্রয়সূত্রে কবলার মালিকরা ক্ষতিপূরণের নোটিশ পায়নি। এর ফলে দুটি প্রকল্পেই খতিয়ানের মালিকরা তাদের বিক্রি করে দেওয়া জমির ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ফাইল প্রসেস করে। রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে যেখানে বিএস খতিয়ানের মালিকেরা প্রশাসনের সাথে যোগসাজসে বিক্রিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করেছে। এ ধরনের ঘটনায় সরকার কর্তৃক সার্টিফিকেট মামলা করে প্রদানকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত আনার নিয়ম আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশাসন সার্টিফিকেট মামলা করতে চায় না, বরং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেই মামলা করতে বলা হচ্ছে। মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা অনেকের কাছে না থাকায় তারা মামলা করতে পারছে না। অন্যদিকে ৭ ধারা নোটিশ হওয়ার কারণে জমির মালিকানা সরকারের হয়ে যাওয়ায় এসব জমির সব কাগজপত্র সরকার ক্লোজ করে নিয়ে গেছে। কাগজপত্রের অভাবে মামলা করতেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জটিলতা পোহাতে হচ্ছে।

### ৩.৬.২ বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কারণে জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

সরকারি নীতিমালা অনুসারে ৭ ধারা নোটিশ জারির সময় থেকে বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ করার ফলে প্রকৃত বাজার মূল্য থেকে কম ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে জমির মালিকগণ। মাতারবাড়ি প্রকল্পের উভয় মৌজার ১ কানি (৪০ শতাংশ) লবণের জমির প্রকৃত বাজারমূল্য যেখানে ৫-৬ লাখ টাকা, সেখানে ৫০% প্রিমিয়াম যোগ করে ১ কানি লবণের জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাতারবাড়ি মৌজায় ৪.৫ লাখ টাকা এবং ধলঘাটা মৌজায় ২.৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে মাতারবাড়ি মৌজা এবং ধলঘাটা মৌজার নাল জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য প্রদান করা হচ্ছে যথাক্রমে ১০-১২ লাখ টাকা এবং ৩.৫ লাখ টাকা। অথচ এই দুটি মৌজায় নাল জমির বাজারমূল্য ১২ লাখ টাকা। ফলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জমির মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে তথ্যদাতাগণ বলেন, সাধারণত মানুষ জমি ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখায়। এই কারণে সরকার বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয় মূল্য বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ করায় প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে ক্ষতিপূরণ মূল্য কম নির্ধারিত হয়েছে।

**সারণি ৩.৬ : জমির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মূল্য এবং প্রকৃত বাজার মূল্য**

| মৌজা | জমির ধরন | ক্ষতিপূরণ মূল্য (৫০% প্রিমিয়ামসহ) | প্রকৃত বাজার মূল্য |
|---|---|---|---|
| ধলঘাটা (৪০ শতাংশ) | লবণ | ২.৫ লাখ টাকা | ৫-৬ লাখ টাকা |
| | নাল/কৃষি | ৩.৫ লাখ টাকা | ১২ লাখ টাকা |
| মাতারবাড়ি (৪০ শতাংশ) | লবণ | ৪.৫ লাখ টাকা | ৫-৬ লাখ টাকা |
| | নাল/কৃষি | ১০-১২ লাখ টাকা | ১২ লাখ টাকা |
| রামপাল (১০০ শতাংশ) | কৃষি/চিংড়ি | ২.৭ লাখ টাকা | ৫-৬ লাখ টাকা |

কিন্তু মাতারবাড়ি প্রকল্পের Land Acquisition and Resettlement Action Plan অনুযায়ী ১ কানি (৪০ শতাংশ) জমির জন্য গড়ে ৭,৮২,০৩০.৬৯ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা।[১১৮] পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে না।

তথ্যদাতাদের মতে, লবণ ও নাল জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য কম হলেও খালের মূল্য বেশি দেওয়া হয়েছে; যা প্রকৃত পক্ষে সরকারি মালিকানাধীন। লবণ ও নাল জমির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। লবণ বা নাল জমির বিঘা প্রতি যে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে তার বিনিময়ে ঐ এলাকায় বা পার্শ্ববর্তী এলাকাতে ক্ষতিগ্রস্তরা সমপরিমাণ জমি কিনতে পারবে না।

রামপাল প্রকল্পেও বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য কোনরূপ কমিটি গঠন হয় নাই। সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসারে ৫০% প্রিমিয়ামসহ এক একর জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। অথচ তথ্যদাতাদের মতে এক একর জমির স্থানীয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় মূল্য ৫/৬ লাখ টাকা। সরকারি মৌজা রেট অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। এছাড়া তথ্যদাতাদের মতে জমি ও ঘেরের ক্ষতিপূরণ ছাড়া অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন পরিকল্পনার কথা তাদের জানা নেই।

### ৩.৬.৩ ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার জটিল ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া

[১১৮] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh, Table 9-1: Acqusition of Private Land from legal owners.

ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রক্রিয়াগত জটিলতা রয়েছে। ক্ষতিপূরণের ফাইল প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে বিভিন্ন রকম জটিলতায় পড়তে হয়। এছাড়া যথাযথ ফাইল প্রস্তুতপূর্বক জমা দানের পর বিভিন্ন অনিয়মের কারণে যথাসময়ে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পায় না। এইসব অনিয়মের মধ্যে আছে; সময়ক্ষেপন, নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়, একই কাজে বারবার তাগাদা প্রদানের প্রয়োজন ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত টাকা না দিলে এবং ধারাবাহিক তাগাদা না দিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ।

মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত তথ্যদাতাদের মতে, ৩০.১১.২০১৪ পর্যন্ত ৩৬৮১টি ক্ষতিপূরণের ফাইল জমা হয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৩৫টি চেক (টাকা উত্তোলনের রশিদ) পেয়েছে এবং টাকা তুলতে পেরেছে ১৫ জন।[১১৯] গত ১৬.১১.২০১৪ তারিখ আরো ৩০টি চেক বিতরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তাগণ মাতারবাড়ি দ্বীপে আসে; কিন্তু মাত্র ৯টি চেক বিতরণ করে বাকি চেকগুলো ফেরত নিয়ে যায়। বাকি চেকগুলোর ক্ষেত্রে তারা অভিযোগ করে যে নাদাবি পত্র ঠিক নেই। তথ্যদাতাদের মতে চেক প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর নাদাবিপত্র নিয়ে আপত্তি তুলার সুযোগ নেই। কারণ নাদাবির বিষয়গুলো আগেই সুরাহা হয়ে যাওয়ার কথা। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন প্রশাসক নিয়োগের পর ফেব্রুয়ারি-মার্চ (২০১৫) মাসে ক্ষতিপূরণ প্রদান বন্ধ রয়েছে।

ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনে জেলা ভূমি গ্রহণ অফিসের অসহযোগিতাও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন তথ্যদাতারা। তাদের মতে, ডিসি অফিসের কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করে না, এমনকি ভালভাবে কথাও বলে না। দাখিলকৃত ফাইলের অবস্থা কি সেটা জানতে চেয়েও সহজে জানতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে অফিসের কর্মকর্তারা 'ধমক' দেয় বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। এই রকম পরিস্থিতিতে অনেকে ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের জন্য দালালের সহায়তা গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখার সম্পূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করে টাকা উত্তোলন করতে দালালকে ক্ষতিপূরণের ২০ শতাংশ দেওয়ার চুক্তি করতে হয়। দালালদের সাথে ভূমি-অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তারা ভাল ব্যবহার করে। যারা দালাল ধরতে পেরেছে তারা তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে বলে তথ্যদাতারা জানায়। একাধিক দালাল চক্র ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সক্রিয় থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

## ৩.৭ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

### ৩.৭.১ পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

মাতারবাড়ি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য যে মতবিনিময় সভাগুলো করা হয়েছিল সেগুলোর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। সভার বিবরণীতে যে কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত ও রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তাদের অধিকাংশই চিহ্নিত সিন্ডিকেটের সদস্য এবং সার্টিফিকেট মামলার বিবাদী।[১২০] ফলে এইসব মতবিনিময় সভার দ্বারা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।

> "অধিকাংশ মিটিং মাতারবাড়ির বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহেশখালী উপজেলা কমপ্লেক্স-এ অনুষ্ঠিত মিটিং-এ আমি ছিলাম। সেখানে জমির মালিক কেউ ছিল না। কিছু দালাল ও সিন্ডিকেটের লোক হাজির ছিল। এলাকাবাসী বা ক্ষতিগ্রস্ত কেউ ছিল না।"
>
> \- *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

তথ্যদাতাদের মতে প্রকল্পের শুরুতে সাধারণ মানুষকে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে কোন কিছু জানানো হয়নি। তারা জানতো এখানে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর করা হবে এবং কয়েক বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন, এর ক্ষতিকর প্রভাব, এত বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি মানুষ জানতো না। ফলে তারা কেউ বিষয়টিতে মনোযোগ দেয়নি। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি তারা প্রথম জানতে পারে ৩ ধারার নোটিশ আসার পর।

বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়নি; বরং প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলোই উপস্থাপন করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন; ভূমি অধিগ্রহণের ফলে পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা জীবন জীবিকার ওপর কি প্রভাব পড়বে, ক্ষতিপূরণ কীভাবে নির্ধারণ করবে, কারা কারা ক্ষতিপূরণ পাবে; প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ খাতে বাজেট কত ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়নি।

স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন ভাবে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান প্রকাশ করে আসছে। মাতারবাড়িতে প্রথম যে মতবিনিময় সভা হয় সেখানে স্থানীয় জনগণ উপস্থিত হয়ে "আমরা কয়লা প্রকল্প চাই না" বলে মত প্রকাশ করে মিটিং বন্ধ করে দেয়। বিদ্যুৎ

---

[১১৯] সর্বশেষ ১৮.০২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৪৯২টি ফাইলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

[১২০] প্রকল্পে প্রতারণাপূর্বক চিংড়ি ইজারার টাকা উত্তোলনের দায়ের অভিযুক্ত ২২ জনের নামে সরকারি অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য সার্টিফিকেট মামলা করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় এমপি এবং প্রশাসন বরাবরও স্থানীয় মানুষ প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান জানিয়ে আসছে। কিন্তু জনগণের এই প্রকল্পের বিরোধী অবস্থান গুরুত্ব ও সহমর্মিতার সাথে বিবেচিত হয় নি। মিনিট

অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পে ৩ ধারার নোটিশ আসার আগে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপারে কেউ কিছু জানতো না। ইআইএ সম্পাদনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি বলে জানা যায়। ইআইএ প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ; যেমন চাষি, জেলে, শ্রমিক, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মীসহ সাধারণ জনগণের সাথে সর্বমোট ১০টি মতবিনিময় সভার কথা বলা হয়েছে, যেখানে মোট ৮৯ জনের নামের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে।[১২১] প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নসহ প্রকল্প এলাকার উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প অনেক অবদান রাখবে বলে সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করে প্রকল্পকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তথ্যদাতাদের মতে রামপাল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি; ক্ষেত্র বিশেষে চাতুর্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

> "এলাকার লোকজনকে জানিয়ে কোন জরিপ কাজ হয়নি। খালমাপা ও ওয়াপদার জায়গা মাপার কথা বলে কিছু লোক এসেছিল যারা মিথ্যা কথা বলে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জরিপ কাজ করে গিয়েছে।"
>
> - *রামপাল প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন সময় প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প স্থাপনের ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিল। প্রকল্পের বিরোধিতা করে স্থানীয় মানুষ মানব বন্ধন, সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, রিট আবেদন, সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মহল থেকে (রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি) প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করাসহ বিভিন্ন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেওয়া হয়। মাতারবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে সরকারের একজন উর্ধ্বতন ব্যক্তি স্থানীয় জনগণকে এই বলে হুমকি উচ্চারণ করে যে, "কয়লা প্রকল্পের বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল"। প্রশাসন এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পবিরোধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করার হুমকি প্রদান করে।

> "জোর করে জমি নিয়ে নিচ্ছে এবং এ বিষয়ে কাউকে কথা বলতে দিচ্ছে না। পুলিশ দিয়ে বাধা দিচ্ছে। সেই সাথে কেউ কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বললে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দলীয় লোকজন এলাকায় অবস্থান করছে এবং প্রতিনিয়ত ভয় ভীতি দেখাচ্ছে, কাউকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে দিচ্ছে না।"
>
> - *রামপাল প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

রামপালে স্থানীয় রাজনৈতিক এক নেতা একটা জনসভায় তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিভিন্ন সম্ভাবনা কথা তুলে ধরেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "প্রকল্পের বিরূদ্ধে যারা কথা বলবে তাদের জিব টেনে ছিড়ে ফেলা হবে বলে"। যারা রামপাল প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রকল্পের বিরোধিতার জন্য মামলা না দিলেও অন্যান্য ইস্যুতে আসামি করে মামলা করা হয়েছে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নাশকতার মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অনেকের নামে একাধিক মামলাও দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অনেকে পুলিশের ভয়ে পলাতক জীবন যাপন করছে। পুলিশের ভয়ে অনেকে রাতে বাড়িতে থাকে না। এছাড়া অনেককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতনও করা হয়েছে।

> "আমরা প্রথমে প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে ছিলাম। কিন্তু আমরা যারা সরকারদলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত, তারা দলীয়ভাবে প্রকল্পের পক্ষে কাজ করার জন্য আদেশ পেয়েছি। যেহেতু এটা প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প, সেহেতু আমরা আন্দোলন থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করুক।"
>
> - *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা*

### ৩.৭.২ জনগণের আপত্তি নিষ্পত্তি না করা

[১২১] পরিশিষ্ট্য ৫: রামপাল প্রকল্পের পরামর্শসভা; দ্রষ্টব্য।

রামপাল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ৩ ধারা নোটিশ জারির পর স্থানীয় মানুষ প্রথম জানতে পারে তাদের এলাকায় কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা। এর আগে এই সম্পর্কে কাউকে কিছু জানানো হয় নি। শুরু থেকেই স্থানীয় জনগণ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছে। ৩ ধারা নোটিশ জারির পর স্থানীয় জনগণ আইনানুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর তাদের আপত্তি জানায়। উত্থাপিত এই আপত্তির মধ্যে অন্যতম ছিল ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অসংখ্য মানুষ বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদ হওয়াসহ আয়-উপার্জনের উপায় হারানো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জনগণের এই আপত্তিগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি বলেই মনে করেন তথ্যদাতাগণ।

মাতারবাড়ি প্রকল্পে ৩ ধারা অনুসারে নোটিশ প্রাপ্তির পর স্থানীয় জনগণ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে জেলা প্রশাসকের বরাবর লিখিত আপত্তি দাখিল করে।[১২২] উত্থাপিত এই আপত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

- ঘনবসতিপূর্ণ মাতারবাড়ি দ্বীপের প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় অধিগ্রহণকৃত জমি। এই জমি অধিগ্রহণ করা হলে ৩৫ হাজার মানুষের জীবন নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়বে।
- প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত জমিগুলো রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি এবং লবণ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। জমি অধিগ্রহণ করা হলে চিংড়ি ও লবণ উৎপাদন ব্যাহত হবে।
- মাতারবাড়ি দ্বীপের দক্ষিণে নতুন জেগে উঠা হাসের দিয়া চরে প্রকল্প স্থানান্তর করা হলে মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষতি হবে না; ওপরন্তু সরকারের জমি অধিগ্রহণের খরচও কম লাগবে।

উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা না করেই ৬ ধারার নোটিশ জারি করে; এবং পরবর্তীতে ৭ ধারা নোটিশ জারির মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

### ৩.৭.৩ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে জমি অধিগ্রহণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দুটি প্রকল্পেই স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণের পর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়েছে।[১২৩] দুটি প্রকল্পেই অবস্থান ছাড়পত্র ও পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেই জমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে; বিশেষ করে রামপাল প্রকল্পের অবস্থান ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্বেই ভূমি অধিগ্রহণ এবং বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে যা সার্বিকভাবে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিপন্থী।[১২৪] এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাইট ক্লিয়ান্সে পাওয়ার পূর্বেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দিয়ে স্থানীয় মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ৭ (৪) অনুসারে মহাপরিচালকের ক্ষমতা বলে অবস্থান ছাড়পত্র গ্রহণ থেকে অব্যহতি প্রদান করে ইআইএ এর 'টার্মস অফ রেফারেন্স' (ToR) অনুসারে ইআইএ সম্পাদন করতে বলা হয়। মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদনের জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্সের' অনুমোদননের ৫ দিনের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনের জন্য আবেদর করা হয়। অন্যদিকে ইআইএ সম্পাদনে প্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 'টার্মস অফ রেফারেন্স' এর অনুমোদনের আগেই।[১২৫] এখানে আরো লক্ষণীয় যে এই প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদন লাভের আগেই ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত করা হয়েছ। তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পগুলো এইসব এলাকায় স্থাপন করা হবে এটা ধরে নিয়েই বাকি কার্যাদি নিয়ম রক্ষার্থে সম্পন্ন করা হয়েছে।

**সারণি ৩.৭: রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন তারিখ**

---

[১২২] ১৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে জনগণ আপত্তি জানানো হয়।

[১২৩] EIA Guide for Industry, 1997 ও অবস্থান ছাড়পত্র প্রদানের শর্ত অনুসারে।

[১২৪] সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত 'দখল হস্তান্তর প্রত্যয়নপত্র' অনুসারে প্রকল্পের জন্য ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারির মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (http://www.minland.gov.bd/achievement;) জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত এই দুই বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের ৪৫ নং এ ২০১০ সালে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে বলা আছে "বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন ০৯ নং কৈগরদাসকাঠি এবং ১০ নং সাপমারিকাটাখালী মৌজায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১৮৩৪.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন"।

[১২৫] Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities; Chapter 12 (public consultation); Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013.

| রামপাল প্রকল্প | মাতারবাড়ি প্রকল্প |
|---|---|
| ১. ৩ ধারার নোটিশ---------- ২৩ আগস্ট ২০১০ | ১. ইআইএ এর প্রথম স্টেকহোল্ডার মিটিং------- ১২ নভেম্বর ২০১২ |
| ২. ৬ ধারার নোটিশ------- --২৬ জানুয়ারি ২০১১ | ২. ইআইএ 'টার্মস অফ রেফারেন্সের' অনুমোদন-- ১৮ জুলাই ২০১৩ |
| ৩. সাইট ক্লিয়ারেন্স-------------- ২৩ মে ২০১১ | ৩. ইআইএ অনুমোদনের আবেদন --------------- ২২ জুলাই ২০১৩ |
| ৪. ৭ ধারার নোটিশ---------১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ | ৪. ৩ ধারার নোটিশ জারি ---------------------- ৩০ জুলাই ২০১৩ |
| ৫. যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর-------- ২৯ জানুয়ারি ২০১২ | ৫. পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান ------------------ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ |
| ৬. ইআইএ প্রকাশ------ ------- জানুয়ারি ২০১৩ | ৬. ৬ ধারার নোটিশ--------------------------------০৫ মার্চ ২০১৪ |
| ৭. গণশুনানি----------------- ১২ এপ্রিল ২০১৩ | ৭. ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ----------------------------------- জুন ২০১৪ |
| ৮. চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর----------২০ এপ্রিল ২০১৩ | ৮. ৭ ধারা নোটিশ ---------------------------- ২৭ জুলাই ২০১৪ |
| ৯. ইআইএ অনুমোদন--------০৫ আগস্ট ২০১৩ | ৯. একনেকের অনুমোদন----------------------- ১২ আগস্ট ২০১৪ |

উৎস: বিভিন্ন উৎস হতে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

### ৩.৭.৪ ক্ষতিপূরণ পরিশোধের পূর্বেই জমির দখল গ্রহণ

রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৬ ধারা ও ৭ ধারা নোটিশ না দিয়েই জমি ও ঘের মালিকদের জমি ও ঘের থেকে উচ্ছেদ করে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে ঐ জমি পিডিবি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প বিরোধিতা করতে গিয়ে ভূমি মালিকরা সরকারি নোটিশ গ্রহণে অনীহা দেখায়। ফলে সরকার নোটিশ না দিয়েই জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে। জমিতে থেকে উচ্ছেদ করার পর ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনেকে এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি, কিন্তু প্রকল্প এলাকায় স্থাপনা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যারা সরকারি নির্দেশ অমান্য করে জমি ও ঘের থেকে উঠছিল না তাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জোর করে জমি ও ঘের থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি ও ঘেরের দখল নিয়ে নেয়। এখনও ঐ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ঐ ঘেরগুলো দখল করে রেখেছে। মূল মালিকেরা জমি থেকে উচ্ছেদ হলেও, রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা প্রকল্পের মূল কাজ শুরু না হওয়ার শত শত একর জমিতে মাষ চাষ করছে যা আইনবহির্ভূত।

অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পে JICA Guideline for Environment and Social Consideration অনুসারে জমি দখলের পূর্বেই জমির মালিক এবং ইজাদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার নিয়ম রয়েছে।[১২৬] কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বেই জমির দখল গ্রহণ করে তার মালিকানা সিপিজিসিবিএল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সীমানা চিহ্নিত করে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে। ফলে এই জমির ওপর নির্ভরশীল মানুষ প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পূর্বেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।[১২৭]

> "আমাদের এখানে যে লবণ চাষ হয় সেগুলো চাষের মানুষ সময় জমিয়ে রাখে। পরে অফ-সিজনে দাম বাড়লে বিক্রি করে। অধিকৃত জায়গায় লবণ রাখা যাবে না বলে সেই লবণগুলো ৭০-৮০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করেছে। এই লবণ ২৬০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা যেত। এক মণ লবণ উৎপাদন করতে আমাদের খরচ হয় ১৫০ টাকা। ৭০-৮০ টাকা থেকে আমাদের ১০ টাকা লেবার চার্জ দিতে হয়।"
>
> - *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

### ৩.৭.৫ মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ প্রদানে নীতিমালা অনুসরণ না করা

মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় 'সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২' ও JICA Guideline for Environment and Social Consideration অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করা হচ্ছে না। কর্ম পরিকল্পনায় প্রকল্প স্থাপনের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সব শ্রেণির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে কারা এই ক্ষতিপূরণের আওতায় আসবে তা স্পষ্ট করা হয়নি। ইতিমধ্যে কেবল জমির মালিক এবং চিংড়ি ঘেরের ইজারাদারদেরই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কর্ম পরিকল্পনায় পুনর্বাসনের কথা বলা হলেও বাস্তবে পুনর্বাসনের কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি এবং কোন পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে কিনা সেই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কিছুই জানানো হয় নি। সিপিজিসিএল এর মতে অনতিবিলম্বে এনজিও'র মাধ্যমে জরিপ করে সত্ত্বাধিকারহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। বাজেটে ক্ষতিপূরণের জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়।

---

[১২৬] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh, পৃষ্ঠা - ২-৪।

[১২৭] সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুসারে ধারা ১০ (২) অনুসারে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা করার ৬০ দিনের মধ্যে তা প্রাপকের অনুকূলে পরিশোধ করার নিয়ম রয়েছে; যদি দাবিদার কেন্দ্রিক কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

### ৩.৭.৬ রিট আবেদনের নিষ্পত্তি ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু

রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এই পর্যন্ত চারটি রিট আবেদনের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু দায়ের করা এইসব রিটের নিষ্পত্তি না করেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ সংক্রান্ত চারটি রিট আবেদন আদালতে শুনানির অপেক্ষায় আছে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। মূলত বিবাদীর রুলের জবাব না দেওয়ার কারণে শুনানি বিলম্বিত হচ্ছে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

অন্যদিকে পরিবেশগত ঝুঁকি উপক্ষো করে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত এবং জমি অধিগ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর মাতারবাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পক্ষে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়। প্রাথমিক শুনানি শেষে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ 'কেন কয়লা প্রকল্পটি বাতিল হবে না' এই এই মর্মে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বরাবর একটি রুল জারি করে মহামান্য হাইকোর্ট। সেই রুলের জবাব এখনও পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[১২৮]

### ৩.৭.৭ আরবিট্রেশনের নামে হয়রানি

মালিকানার বিষয়টি অমীমাংসিত থাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে মালিকানা কেন্দ্রিক দীর্ঘদিন আদালতে মামলা থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সঠিক মালিক চিহ্নিত করা না যাওয়ায় ক্ষতিপূরণের আদায় নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য বিএস খতিয়ানের মালিকের কাছে নোটিশ আসে কিন্তু সৃজিত খতিয়ান বা কবলা দলিলমূলে জমির মালিকের কাছে নোটিশ আসেনি। নোটিশ পাওয়ার পর বিএস খতিয়ানের মালিকরা তাদের বিক্রীত জমির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ভূমি অফিসে ফাইল দাখিল করে। ফলে জমির মালিকানা কেন্দ্রিক বিরোধ আরো বেড়ে যায়। মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়ি ঘেরের জমির মালিক এবং ইজারাদারদের মধ্যে বিরোধে মারামারির ঘটনা ঘটেছে যেখানে কয়েকজন আহত হয়। অনেকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে, বা প্রকৃত মালিককে বেকায়দায় ফেলতে জমির মালিকানা কেন্দ্রিক মিথ্যা আরবিট্রেশন দিয়ে হয়রানি করছে।

কোন ফাইলের নামে আরবিট্রেশন থাকলে সেটা সমাধান করে টাকা উত্তোলন করা জটিল প্রক্রিয়া বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ। এই জন্য আইনজীবী নিয়োগ, নির্ধারিত তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট না বসার কারণে বার বার তারিখ বদলের কারণে তথ্যদাতাগণ হয়রানির শিকার হন। অন্যদিকে হয়রানিমূলক ক্ষতিপূরণের ফাইলে আরবিট্রেশন দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত ব্যক্তিগত শত্রুতা বা জমির মালিকানা কেন্দ্রিক জটিলতা থেকে এটা করে বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ। এছাড়া তথ্যদাতাদের মতে, ডিসি অফিস থেকেও কিছু হয়রানিমূলক আরবিট্রেশন দেওয়া হয় দিয়ে নিয়মবহির্ভূত টাকা দাবি করা হয়। একজনের ক্ষতিপূরণের ফাইলের মধ্যে অন্য ফাইলের আরবিট্রেশনের আবেদন ঢুকিয়ে দেয়; যে আরবিট্রেশন আবেদনের সাথে কিছু ক্ষেত্রে জমির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আরবিট্রেশন সমাধান করতে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই যেতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে ডিসি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মবহির্ভূত টাকা দিলে ফাইল থেকে আরবিট্রেশনের আবেদনটি সরিয়ে ফেলা হয় মতে জানায় তথ্যদাতাগণ। প্রতারণাপূর্ণ এই আরবিট্রেশনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

এছাড়া মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন অভিযোগ করেন; তাদের জমাকৃত ক্ষতিপূরণের ফাইল ডিসি অফিসে খুঁজে পাওয়া যায় নি। দীর্ঘদিন পর ফাইলের অগ্রগতি জানতে গেলে তাদের ফাইল খুঁজে না পাওয়ার বিষয়টি জানা যায়। একজনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডিসি অফিস থেকে হারিয়ে ফেলা ফাইলটি ডিসি অফিসের নীচে পানের দোকানে পাওয়া যায়, যার কয়েকটি পৃষ্ঠা ছেঁড়া ছিল। অন্য তথ্যদাতাদের মতে, ফাইলের খবর নিতে গেলে সাধারণত ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলা হয়; কিন্তু টাকা দিলে ডিসি অফিসের কর্মচারীরা ফাইল খুঁজে এনে দেয়।

### ৩.৭.৮ মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অনিয়ম

তথ্যদাতাদের মতে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশে চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অনিয়ম হয়েছে। চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি শতাংশ পরিমাণ জমিতে **১** কেজি চিংড়ি উৎপাদন হবে ধরে নিয়ে এবং এই **১** কেজি চিংড়ির মূল্য ৮০০ টাকা হিসেবে (**১৩৩৫** একর X ২৮৮.৬৫ কেজি একর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন X ৮০০ টাকা প্রতি কেজি = **৩০,৮২,৮৮,৮৮০** টাকা)। এভাবে একেকটি চিংড়ি ঘেরে ক্ষতিপূরণ মূল্য কোটি টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও বাস্তবে সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ হয় না। কিছু ঘের আছে যেগুলোতে মূলত বাটা, কোরাল, টেংরা, কাঁকড়া, তেলাপিয়ার চাষ হয়। কিন্তু ঐ ঘেরগুলোও চিংড়ি চাষের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। একটা খাল আছে যেখানে কোন মাছ চাষ হয় না; সেটির জন্য কয়েক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

[১২৮] মহেশখালীতে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে হাইকোর্টের রুল, দৈনিক কক্সবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

প্রকল্প এলাকায় মোট তিনটি লবণ মিল আছে। এর মধ্যে সিন্ডিকেটের এক সদস্যের একটি মিল আছে যেটি দীর্ঘদিন ধরে অকেঁজো এবং পরিত্যক্ত। অন্য দুটি মিল সক্রিয়। সক্রিয় মিলগুলোর নামে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হলেও পরিত্যক্ত মিলটির বিপরীতে প্রায় ৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, ঐ মিলটির জন্য এত বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে দুর্নীতি হয়েছে। অন্য মিলের মালিকরা লবণ মিলের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি জানতো না। পরিত্যক্ত মিলের মালিক প্রশাসনের সাথে যোগসাজশে অন্য মিল মালিকরা জানার আগেই বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ উত্তোলন করে। মিলের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জানার পর সক্রিয় মিলের মালিকরা ক্ষতিপূরণের ফাইল জমা করলেও এখনও ক্ষতিপূরণ পায় নাই।

উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ পেতে প্রক্রিয়াগত জটিলতায় পড়লেও ঘেরের ইজারাদাররা প্রশাসনের সহায়তায় প্রতারণামূলক প্রমাণাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বিপুল ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ উত্তোলন করেছে।

> "একটি ৬০০ কানির (২৪,০০০ শতাংশ) জমির ঘেরে খরচ হয় ৪০ লাখ টাকা। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রতি হাজারে ৫০০ টাকা লাভ ধরলে এর মূল্য দাঁড়াবে ৬০ লাখ টাকা। এই ক্ষেত্রের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ কোটি টাকা। এটা কিভাবে করা হলো?"
>
> \- *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

### ৩.৭.৯ তথ্য প্রকাশ না করা

প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য যেমন, প্রকল্পের বিবরণ, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির তালিকা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির খাত ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করার কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি কোথা থেকে প্রকল্পে বিষয়ে তথ্য পাওয়া সেই ধরনের তথ্যও কেউ জানে না। মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের মতে, জেলা ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় যে কোন অভিযোগ জানানোর জন্য একটি ফোন নম্বর দেওয়া আছে। কিন্তু কয়েকবার এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করেও সংযোগ পাওয়া যায়নি; প্রায় সময় এই ফোন নম্বরটি ব্যস্ত থাকে বলে উল্লেখ করেন তথ্যদাতাগণ। অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বিষয়ে কোন তথ্য প্রদানের উদ্যোগ না নিয়ে বরং প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের হুমকি-ধামকি, মামলা-মোকদ্দমাই দেওয়া হয়েছে।

### ৩.৭.১০ জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

#### ৩.৭.১০.১ মাতারবাড়ি প্রকল্প

কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে প্রক্রিয়া তার প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিয়মবহির্ভূত টাকা প্রদান করতে হয়। তথ্যদাতাদের মতে, দুটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অনিয়মের শিকার হয়। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন সনদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জেলা পরিষদের ভূমি-অধিগ্রহণ শাখায়। ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব এবং ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সার্ভেয়ার, কানুনগো, হেড ক্লার্ক এবং এলও এইসব দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। মানুষের প্রতিবাদের মুখে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের দুর্নীতি পরবর্তীতে কমে আসলেও ভূমি–অধিগ্রহণ শাখার দুর্নীতির কোন সুরাহা হয়নি। তথ্যদাতাদের মতে, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার উপরোক্ত চার জন একটি সিন্ডিকেট গঠন করেছে। এই সিন্ডিকেটই সব ধরনের অনিয়মের জন্য দায়ী বলে মনে করেন তারা। তথ্যদাতাদের মতে, উপরোক্ত পদগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারী বদল হলেও আচরণ একই থেকে গেছে। নিম্নে সার্বিকভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়ার চিত্র দেখানো হল:

#### ক. ৭ ধারার নোটিশ গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

মাতারবাড়ি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২৭ জুলাই ২০১৪-এ ৭ ধারার নোটিশ প্রদান করা হয়। ঐ তারিখে সন্ধ্যার সময় সিন্ডিকেটের সদস্যদের সাথে ভূমি অফিসের ২ জন পিয়ন এসে বাজারে মাইকে ঘোষণা দিয়ে নোটিশ গ্রহণের জন্য বলে। প্রতিটি নোটিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে ২০০-৩০০ টাকা করে টাকা নেওয়া হয়। ঐ সময় অনেক মানুষ নোটিশ গ্রহণ করে। পরবর্তী দিনে সিন্ডিকেটের সদস্যদের কাছে অবিতরণকৃত নোটিশগুলো রেখে ভূমি অফিসের পিয়নরা চলে যায়। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের সদস্যরা নোটিশগুলো ২০০-৩০০ টাকার বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিক্রি করে।

#### খ. ওয়ারিশ ও জন্ম সনদ গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ে ফাইল প্রস্তুত করার জন্য অন্যান্য দলিলপত্রাদির সাথে ওয়ারিশনামা ও জন্ম সনদপত্র প্রদান করতে হয়। মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হতে জন্ম সনদ (সরকারি মূল্য ৮০), ওয়ারিশ সনদ (সরকারি মূল্য ৮০) নিতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনেকে ২০০ টাকা মূল্যে জন্ম সনদ ও ২০০ টাকা মূল্যে ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করেছে। সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারি নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে এইসব সনদ গ্রহণ করতে পারলেও গরিব ও সাধারণ জনগণকে ২০০ টাকার বিনিময়ে এই সনদপত্র গ্রহণ করতে হয়েছে। এই অনিয়মের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব জড়িত ছিল বলে দাবি করেন তথ্যদাতাগণ।

### গ. ক্ষমতাপত্র (নাদাবি পত্র) গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

একাধিক ওয়ারিশদারের ফাইল কোন একক ব্যক্তি কর্তৃক প্রসেস করার জন্য ক্ষমতাপত্র বা নাদাবি পত্র নেওয়ার নিয়ম আছে। এক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশ মিলে একজনকে ফাইল প্রসেস ও টাকা উত্তোলনের ক্ষমতা অর্পণ করে। এই দাবিপত্রের ফর্ম ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হতে সরবরাহ করা হয়। নাদাবিপত্র চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করেন এবং মেম্বার অনুমোদন দেন। তথ্যদাতাদের মতে নাদাবি পত্রের অনুমোদন পেতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাদাবি পত্রে স্বাক্ষরের জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে নেওয়া টাকার পরিমাণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণের ৫% পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হলে ৫০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। বিশেষ করে যেসব ওয়ারিশদার দেশের বাইরে থাকে তাদের বাধ্য হয়েই এই নিয়মে নাদাবিপত্র পত্র নিতে হয়। এই নিয়মে ক্ষতিগ্রস্তদের আনুমানিক প্রায় ৫% মানুষ নাদাবি পত্র গ্রহণ করেন বলে মত প্রকাশ তথ্যদাতাগণ। কিন্তু পরবর্তীতে জনগণের চাপের মুখে এই নিয়মবহির্ভূত টাকা নেওয়া বন্ধ হয়।

### ঘ. বিধিবহির্ভূত বাড়তি খাজনা-আদায়

ফাইল প্রসেস করার ক্ষেত্রে জমির খাজনা আদায়ের হালনাগাদ প্রমাণাদি দিতে হয়। খাজনা দিয়ে দাখিলা কাটতে গেলে, তহশীলদার কানি প্রতি সরকারি ফি ৪০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা দাবি করে। অনেক মানুষের জমির খাজনা ১০-২০ বছর পর্যন্ত বকেয়া ছিল। ফলে কানি প্রতি ৫০০ টাকা হারে খাজনা প্রদান করতে গেলে তাদের বকেয়া খাজনার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। অনেকে এই বিপুল পরিমাণ খাজনার টাকা জোগাড় করতে না পারায় প্রথম দিকে দাখিলা কাটাতে পারেনি; ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য ফাইলও প্রসেস করতে পারেনি। ধনী ব্যক্তিরা এই অধিক হারে খাজনা দিয়ে দাখিলা কাটিয়ে নেয় এবং তাদের ফাইল আগে প্রসেস করে ফেলে। ইউনিয়ন পরিষদের তহশীলদার এই অনিয়মের সাথে যুক্ত। পরবর্তীতে মানুষের আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে তহশীলদার কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত টাকা নেওয়া বন্ধ হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ নির্ধারিত কানি প্রতি ৪০ টাকা দিয়েই দাখিলা কাটায়।

### ঙ. ফাইল জমাকরণে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

মাতারবাড়ি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ফাইল জমা করতে এবং ফাইলের সিরিয়াল নম্বর নিতে ১০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মচারী এই টাকা নেয় বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। নিয়মবহির্ভূত এই টাকা না দিলে বিভিন্ন অজুহাতে ফাইল জমা নেয় না। তথ্যদাতাদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া ছাড়া ফাইল জমা দিয়েছে।

### চ. সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদন পেতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

মাতারবাড়ি প্রকল্পে সার্ভেয়ার এবং কানুনগোর প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে প্রত্যেক প্রতিবেদনের জন্য ৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যদাতাদের মতে নিয়মবহির্ভূত টাকা না দিয়ে মাতারবাড়ি এলাকার কোন মানুষ সার্ভেয়ার বা কানুনগোর প্রতিবেদন পায় নাই। এভাবে টাকা না দিলে প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব করে, বা 'জমির কাগজপত্রে সমস্যা আছে' মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করে। এই ধরনের প্রতিবেদন দেওয়া হলে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পুনরায় যাচাই করার জন্য ফাইল কাননগো/সার্ভেয়ার বরাবরে পাঠায় এবং পুনরায় নিয়মবহির্ভূত টাকা দাবি করে। ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন সার্ভেয়ার ও কানুনগো এবং তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দিয়ে প্রতিবেদন গ্রহণ করে। কোন কারণে এডিসি রেভিনিউ'র কাছে এই প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য না হলে পুনরায় সার্ভেয়ার এবং কানুনগোর প্রতিবেদনের জন্য পাঠানো হয়, তখন প্রতিবেদন পেতে আবার টাকা দিতে হয়। কয়েকজন তথ্যদাতা সর্বাধিক চারবার পর্যন্ত সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদন নিয়েছে এবং প্রত্যেকবারই নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দিয়েছে।

> "আমার দাদির বয়স ১২০ বছর। আমি নাদাবি নিয়ে ফাইল প্রসেস করি। তারা আমাকে বার বার দাদিকে কক্সবাজার নিয়ে যেতে বলে। কষ্ট করে আমি পাঁচবার দাদিকে নিয়ে যাই। শুধু শুধু আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এটা করে। আমরা যদি টাকা দেই তাহলে আর দাদিকে নিতে হবে না। ৫০ হাজার টাকা দিলে দাদিকে দেখার জন্য তারাই আমাদের বাড়িতে আসবে। কিন্তু আমরা টাকা দিতে পারি না। তাই আমাদের এই কষ্ট দিয়েছে।"
>
> *- মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

### ছ. মিস কেসের তারিখ নিতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

মাতারবাড়ি প্রকল্পে মিস কেস শুনানির জন্য তারিখ নিতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে শুনানির তারিখ দেরিতে দেওয়া হয়। ফলে সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য তথ্যদাতাগণ নিয়মবহির্ভূত টাকা দিয়ে কাছাকাছি সময়ে শুনানির তারিখ নেন। এই তারিখ নিতে নিয়মবহির্ভূত ১০০-২০০ টাকা দিতে হয়। ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মচারী এই টাকা গ্রহণ করে। অনেক সময় যে তারিখে শুনানি হওয়ার কথা সেই তারিখ এডিসি না থাকলে পুনরায় আবার শুনানির জন্য তারিখ নিতে হয়। পুনরায় তারিখ নিতেও নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। একজন তথ্যদাতার মতে, "আমি এই পর্যন্ত তিনবার ডেট নিছি। তিনবারই টাকা দিছি। প্রথমবার ২০০ টাকা, দ্বিতীয়বার ১৫০ টাকা এবং শেষবার ১০০ টাকা দিতে হইছে। পরে একটু কম দিতে হয়।"

### জ. চেকে এডভাইস নিতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রদত্ত চেকের ওপর এডিসি রেভিনিউ'র স্বাক্ষর লাগে। তথ্যদাতাদের মতে, মাতারবাড়ি প্রকল্পে চেকের ওপর এই স্বাক্ষর পেতে ক্ষতিপূরণের অর্থের ১০% ঘুষ হিসেবে অগ্রিম দিতে হয়। যেসব তথ্যদাতা ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করেছেন তারা প্রত্যেকে ১০% হারে এই টাকা অগ্রিম দিয়েছে। অনেকে অগ্রিম টাকা দিতে না পারার কারণে টাকা উত্তোলন করতে পারছে না; ফলে চেক হাতে পাওয়ার পরও অনেকে টাকা তুলতে পারছে না। কয়েকজন তথ্যদাতার ক্ষেত্রে দেখা যায় অগ্রিম টাকা দিতে না পারার কারণে চেক গ্রহীতার স্বাক্ষরিত একটি চেক রেখে দিয়ে এডভাইস দেওয়া হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী এই টাকা গ্রহণ করে বলে জানায় তথ্যদাতাগণ।

### ঝ. চেকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিতে নিয়মবহির্ভূত টাকা দেওয়া

মাতারবাড়ি প্রকল্পে চেকের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ট্রেজারি শাখার হিসাব রক্ষক কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিতে ব্যক্তিভেদে ২০০০-৭০০০ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এই টাকা না দিলে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায় না। তথ্যদাতাদের মতে যারা টাকা উত্তোলন করেছে তারা প্রত্যেকেই এই টাকা দিয়েছে।

অধিকৃত জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেয় নিয়মবহির্ভূত টাকা সংগ্রহে সমস্যায় পড়ছে জমির মালিকরা। অনেকে এনজিও'র কাছ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে, গহনা বিক্রি করে, স্থানীয়ভাবে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে এই নিয়মবহির্ভূত টাকা সংগ্রহ করছে। অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের টাকা কখন পাওয়া যাবে সেটাও অনিশ্চিত। সময়মত ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়ার ফলে সুদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ঋণ নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারার কারণে অনেকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের জটিলতায় এই পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।[১২৯]

### কেস: চিংড়ি চাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতি

মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ১ হাজার ৩৩৫ একর চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় ৩০ কোটি ৮২ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮০।[১৩০] এইক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণে অতিমূল্যায়নের অভিযোগ রয়েছে।[১৩১] চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে এবং সব ঘেরে চিংড়ি চাষ না হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সিন্ডিকেটের সদস্য এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রতারণামূলক কাগজপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা উত্তোলনর করেছে। গবেষণায় দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় ১০টি চিংড়ি ঘেরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই ১০টি ঘেরের স্থানে ২৫টি ঘের এবং প্রতারণামূলকভাবে ১১৪ ব্যক্তিকে মালিক দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের তালিকা করা হয়। এই দুর্নীতিতে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সিপিজিসিবিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে মনে করেন তথ্যদাতাগণ। ক্ষতিপূরণের তালিকায় যাদের নাম আছে তার অধিকাংশই চিংড়ি ঘেরের প্রকৃত অংশীদার নয়। সবগুলো ঘেরের চিংড়ির চাষের ক্ষতিপূরণ পেলেও সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ হয় না। তথ্যদাতাদের মতে চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রকৃত চিংড়ি ঘেরের ইজারাদারদের লোভ দেখিয়ে অংশীদার হিসেবে সিন্ডিকেটের সদস্যদের নাম যুক্ত করা হয়। এইভাবে প্রতিটি চিংড়ি ঘেরে দুই-এক জন প্রকৃত চিংড়ি ইজারাদারের নামের সাথে প্রকৃত অংশীদার (যারা সিন্ডিকেটের সদস্য) নয় এমন ব্যক্তিদের নাম যুক্ত করা হয়। সিন্ডিকেটের এই সদস্যরা ক্ষতিপূরণের টাক তুলে নিলেও প্রকৃত ইজারাদারদের অধিকাংশই ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করতে পারেনি।

"একই পরিবারের ৮/৯ জনকে দিয়ে চিংড়ি ঘেরের টাকা তুলে নিয়েছে। সিন্ডিকেটের একজন সদস্য একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। সেই পাম্পের ম্যানেজার, শ্রমিকদেরকেও ইজারাদার দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা তুলে নিয়েছে; বিনিময়ে তাদের ১৫/২০ হাজার টাকা দিয়ে বুঝ দিয়েছে। এখন তারাও সার্টিফিকেট মামলার আসামি। এখন তারা কেঁদে কেটে দিন

[১২৯] হাজী নজির আহমদ, হাজী মোজাহার মিয়া, মাস্টার ফরিদ, হাজী বত্ত মিয়া, ননা মিয়া। তথ্যসূত্র: মাঠ কর্ম ২০১৪।

[১৩০] মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদুৎ প্রকল্প: মামলার জালে প্রকল্প আটকা; প্রথম আলো; তারিখ ১৮/১২/২০১৪।

[১৩১] ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাটাচ্ছে।”

\- *মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেন্দ্রিক দুর্নীতির সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচার হলে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ৮ অক্টোবর ২০১৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রায় ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাতের সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করেছেন।[১৩২] জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে দুর্নীতির তদন্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে প্রধান করে কমিটি গঠন করে। এখানে উল্লেখ্য যে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষরে চিংড়ি ঘেরের ক্ষতিপূরণের চেক ইস্যু করা হয় তাকেই বাদী করে এই মামলা ইস্যু করা হয়। দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যালয়ের চার কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ জেলা প্রশাসনের ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা (এলএও) বাদী হয়ে ঐ ২০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে ২৩ কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় পৃথক ২০টি মামলা করে। ১৯ নভেম্বর ২০১৪, ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা উত্তোলনের ঘটনায় জেলা প্রশাসকসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে কক্সবাজার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে একজন আইনজীবী কর্তৃক আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাদীর অজান্তে জেলা প্রশাসককে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে একটি দরখাস্ত দাখিল করে। এই ঘটনায় একই বাদী ৩০ নভেম্বর কক্সবাজার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে জেলা প্রশাসকসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আরেকটি জালিয়াতি ও প্রতারণা মামলা করেন। মামলাগুলো তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য দুদক কার্যালয়ে পাঠানো হয়। সর্বশেষ এ ঘটনার অভিযুক্ত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ শাখার (এলএ শাখা) সাবেক প্রধান সহকারীকে সাসপেন্ড (সাময়িক বহিষ্কার) করা হয়েছে এবং অপর তিনজনকে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়েছে। দুদকের তদন্তে চিংড়ি ঘেরে ইজারার ক্ষতিপূরণের এই দুর্নীতির সাথে প্রশাসনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৩.৭.১০.২ রামপাল প্রকল্প

রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষতিপূরণের পাওয়ার জন্য ফাইল প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় ওয়ারিশ ও জন্ম সনদ, দাখিলা কাটানো ইত্যাদি কাজে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়নি বলে জানায় তথ্যদাতাগণ। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় জমির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ফাইল প্রসেস থেকে টাকা উত্তোলন পর্যন্ত পুরো পক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য কানুনগো, সার্ভেয়ার ও সহকারী এলও - এই তিনজনের যে কোন একজনের সাথে চুক্তিতে যেতে হয়। এই চুক্তি হিসেবে ক্ষতিপূরণের প্রাপ্য টাকার ৩% থেকে ১০% টাকা ঘুষ হিসেবে অগ্রিম দিতে হয়। চুক্তি অনুসারে কানুনগো, সার্ভেয়ার ও সহকারী এলও ক্ষমতাপত্র প্রদান, কানুনগো, সার্ভেয়ার প্রতিবেদন প্রণয়নসহ আনুষাঙ্গিক সব কাজ করে চেক প্রস্তুত করে দেয়। এই তিনজনের যে কোনো একজনের সাথে চুক্তি করলেই পরবর্তীতে এই টাকা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হতে শুরু করে অফিসের পিয়ন পর্যন্ত সবাই নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ পায় বলে তথ্যদাতাগণ জানায়। এই তিনজনের কারো সাথে চুক্তিতে না গিয়ে কেউ ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করতে পারেনি বলে মত প্রকাশ করেন তথ্যদাতাগণ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে, সমিতি থেকে ঋণ নিয়মবহির্ভূতভাবে দেওয়া এই টাকা সংগ্রহ করে। অনেকে ঘুষের এই টাকা জোগাড় করতে না পারার কারণে ক্ষতিপূরণের টাকাও উত্তোলন করতে পারে নি।

**সারণি ৩.৮ : বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে দেওয়া টাকার পরিমাণ**

| পর্যায় | কার্যাবলী | ঘুষের পরিমাণ | |
|---|---|---|---|
| | | মাতারবাড়ি | রামপাল |
| ইউনিয়ন পর্যায় | ১. ৭ ধারার নোটিশ | ২০০-৩০০ | সরকারি ফি-এর অতিরিক্ত টাকা লাগেনি |
| | ২. ওয়ারিশ সনদ | ১২০ | |
| | ৩. জন্ম সনদ | ১২০ | |
| | ৪. খাজনা আদায় | ৪৬০ কানি প্রতি | |
| | ৫. ক্ষমতাপত্র (নাদাবি পত্র) | ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণে ৫০০০* | |
| জেলা পর্যায় | ৬. ফাইল জমা দান | ১০০-৫০০ | সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি চুক্তির আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকার ৩% - ১০% |
| | ৭. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন | ৫০০-৩০০০ | |
| | ৮. কানুনগোর প্রতিবেদন | ৫০০-৩০০০ | |
| | ৯. মিস কেসের তারিখ নেওয়া (যদি থাকে) | ১০০-২০০ | |
| | ১০. চেকে এডভাইস | ক্ষতিপূরণের টাকার ১০% | |
| | ১১. চেকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর | ২০০০-৭০০০ | |
| ● মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন ফাইল একাধিকবার সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং | | | |

[১৩২] মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প: শুরুতে লুট ২২ কোটি টাকা; প্রথম আলো; ১৮/১১/২০১৪।

| |
|---|
| প্রতিবারই টাকা দিতে হয়েছে। মিস কেসের তারিখে সালিশ না বসলে পুনরায় তারিখ নিতে আবারও টাকা দিতে হয়। |
| • * ৫% মানুষ এই টাকার বিনিময়ে এই নাদাবিপত্র নিয়েছে |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

## ৩.৮ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব

**ক. ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্য পরিবারের বাস্তুচ্যুতি:** মাতারবাড়ি এবং রামপাল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে যথাক্রমে ২১টি এবং ১৫০টি পরিবারকে প্রকল্প উচ্ছেদ করতে হবে বলে প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৩] কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে প্রত্যেকটি প্রকল্পে কয়েকশ পরিবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অধিকৃত জমিগুলো এলাকার পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করা হলে পার্শ্ববর্তী মানুষের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ না করা হলেও আয়-উপার্জনের অবলম্বন হারানোর কারণে বাড়ি ঘরে বসবাস করতে পারবে না। ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যাবে। ইতিমধ্যে দুটি প্রকল্প এলাকার শ্রমিক শ্রেণির মানুষ অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করেন তথ্যদাতাগণ।

**খ. দারিদ্র্য বৃদ্ধি:** ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ঐ ভূমির ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অধিগ্রহণের ফলে জমির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন সম্পূরক পেশায় নিয়োজিত মানুষের আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছে; ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করছে। অধিগ্রহণ করা জমিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হতো তাতে স্থানীয় সকল মানুষই কোন না কোন ভাবে যুক্ত থেকে জীবন নির্বাহ করতো। অধিকৃত জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ফলে সমগ্র স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে একটি বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্ট হয়েছে যা স্থানীয় মানুষকে দরিদ্র করে ফেলছে। প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে একই রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সমপরিমাণ জমি কিনতে পারছে না। জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেও বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারছে না।

আয়-উপার্জন না থাকায় ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের ফাইল প্রসেস করার আনুষঙ্গিক খরচ বহন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ষতিপূরণ আদায়ে যারা কক্সবাজারে ভূমি অধিগ্রহণ অফিসে যায় তাদের অনেকেরই হোটেলে থাকার সামর্থ না থাকায় ডিসি অফিসের বারান্দায় অথবা মসজিদের রাত্রি যাপন করছে।

> "অনেকের ঘরে দিনে একবেলাও রান্না হয় না। কারণ মানুষ আয় রোজগার করতে পারছে না। অনেকে আয়-রোজগারের জন্য শহরমুখী হয়েছে। পড়ালেখা বাদ দিয়ে ছেলেরা এখন শহরে গার্মেন্টস এ চাকরি করছে। এ বছর এলাকার ৯৫ শতাংশ মানুষ কোরবানি করতে পারে নাই যেখানে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ কোরবানি দিত।"
>
> *- মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকার একজন তথ্যদাতা*

**গ. প্রকল্পবিরোধী গণরোষ সৃষ্টি:** ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়াগত জটিলতা, ক্ষতিপূরণ আদায়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীল আচরণ, প্রকল্প বিরোধিতাকারীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুমকি, নির্যাতনের ফলে স্থানীয় মানুষের মনে প্রকল্পবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় মানুষ প্রকল্পবিরোধী অবস্থান ব্যক্ত করেছে। গত ২২ মার্চ ২০১৫, মাতারবাড়ি প্রকল্পে স্থানীয় মানুষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাসহ ৬ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর হামলা করে। তথ্যদাতাদের মতে, সৃষ্ট এই গণরোষ দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পগুলোর জন্য স্থায়ী ঝুঁকির সৃষ্টি করবে।

## ৩.৯ উপসংহার

বাংলাদেশের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ভূমি অধিগ্রহণেরর কারণে 'ক্ষতিগ্রস্ত' চিহ্নিতকরণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই; বিশেষ করে সত্বাধিকারহীন ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় পড়বে কিনা এই ব্যাপারে কোন স্পষ্টতা নেই। অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জটিল প্রক্রিয়ার কারণে মানুষকে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জমির এবং ফসলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারনের প্রক্রিয়াতেও অস্পষ্টতা রয়েছে। বিগত ১২ মাসের গড় বিক্রয় মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রত্যেকটি স্তরেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে অনিয়ম ও দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় মোট ক্ষতিপূরণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়মবহির্ভূতভাবে অগ্রিম দিতে হয়; অন্যথায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যায়

[১৩৩] Land Acqusition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh, পৃষ্ঠা ৪-১।

পড়তে হচ্ছে যা তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে মানবিক সংকট তৈরি করছে। জমি হারানোর ফলে একদিকে যেমন আয়-উপার্জনের উপায়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তেমনি ক্ষতিপূরণ পেতে নিয়মবহির্ভূত টাকা জোগাড় করতে না পারার কারণে ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারছে না। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীল আচরণ এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বার্থান্বেষী কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মানবাধিকারকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

*চতুর্থ অধ্যায়*

# উপসংহার ও সুপারিশ

দেশের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এইক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় আইনের ঘাটতির বিষয়টিও লক্ষ্যনীয়। যেমন সুনির্দিষ্টভাবে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বিশেষায়িত প্রকল্পের জন্য আলাদা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা গাইড লাইনের অনুপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে সরকার কর্তৃক হুকুম দখলের ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতিসমূহ বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া তাতে ক্ষতিগ্রস্ত কর্তৃক ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় না। অন্যদিকে বিদ্যমান আইনে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে বহুমাত্রিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা যায়না।

প্রায়োাগিক পরিসরে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই আইন অনুসরণের ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে রামপাল এবং মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ এর নির্দেশিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ না করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, ইআইএ সম্পাদনে জনঅংশগ্রহণ, গণশুনানি, বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, সম্পাদিত ইআইএ-এর গুণগত মানের ভিত্তিতে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা হয়নি। দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয় ক্রটিপূর্ণ। এছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন না করা, ভুল মানদণ্ড ব্যবহার করা এবং প্রকল্পের ফলে পরিবেশের ওপর সৃষ্ট সামগ্রিক প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা না করা এবং ক্ষেত্রে বিশেষে প্রতারণার আশ্রয় নিতেও দেখা যায়। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে পরিবেশের ক্ষতির ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রামপাল ও মাতারবাড়িতে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তাবায়নে পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী গুরুত্ব পায়নি।

অন্যদিকে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়নি। বিশেষ করে দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়া ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রত্যেকটি স্তরেই অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকেরা ন্যূন্যতম ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশ গ্রহণ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। জেলা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের ক্ষতিপূরণের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা অগ্রিম ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে হয়েছে। এই ঘটনা খুবই বিরল যে কোন ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় না গিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পেতে যেখানে এত জটিলতা সেখানে মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ অতিমূল্যায়ন করে এবং বিদ্যমান ঘেরের চেয়ে বেশি ঘের দেখিয়ে, ঘেরের ইজারাদার নয় এমন ব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করেছে। ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রশাসনের একটি শ্রেণি সরাসরি দুর্নীতির সাথে জড়িত, ফলে নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়ের বিষয়টি স্বীকৃত বলে বিবেচিত হচ্ছে। দুটি প্রকল্পেরই সামগ্রিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে স্থানীয় জনগণকে কোন স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়নি। এইসব বিষয়ে তথ্য উন্মুক্ত করার বা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের কোন ব্যবস্থাও নেই। এই দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়গুলোও জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি।

দুটি প্রকল্পেরই পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় পরিবেশ সুরক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয় থাকার পরও প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা পরবর্তীতে প্রকল্পের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে 'সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার' আশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা না গেলে প্রকল্প এলাকা তথা সমগ্র দেশের পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সরকারি নথি পত্রের ভিত্তিতে বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ন্যায়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা না যাওয়ায় প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি হারানোর ফলে প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আয়-উপার্জনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিকভাবে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সময় মতো ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে নিমজ্জিত হচ্ছে যার ফলে উভয় এলাকায় একটি মানবিক বিপর্যয় ঘটার আশংকা রয়েছে। ওপরন্তু উপরোক্ত সংকট বিবেচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংবেদনশীল আচরণ করতেও দেখা যায়নি। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ এবং প্রকল্প বিরোধিতাকারীদের

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুমকি, নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট প্রকল্প বিরোধি গণরোষ দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পগুলোর জন্য স্থায়ী ঝুঁকির সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় আরো একাধিক বৃহদাকারের কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নাধীন এবং ভবিষ্যতে যেসব কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করছে:

*ক. রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্প সংক্রান্ত*

১. রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

২. মাতারবাড়ি ও রামপাল প্রকল্প সংক্রান্ত আদালতে দাখিলকৃত রিট আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ উপদেষ্টা পর্ষদ ও পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

৪. নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ পূর্বক এ দুটি প্রকল্পের সকল ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (জমির মালিক ও ইজারাদারদের পাশাপাশি জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল) তালিকা প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ বিস্তারিত জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।

৫. ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

*খ. ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত*

৮. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:
   - স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পন্ন করা।
   - পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ।

৯. স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন ১৯৮২ সংস্কার করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:
   ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যূনতম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন।
   খ. ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ/ মতামত গ্রহণের বিধান রাখা।
   গ. জমির স্বত্বাধিকারী এবং স্বত্বাধিকারহীন উভয় ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আওতায় নিয়ে আসা।

১০. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আলাদা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদিত অংশীদারিত্ব এবং ঋণ চুক্তি জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।

১২. প্রকল্প থেকে পাওয়া লভ্যাংশের একটা অংশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে ভূমি হারানো ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

*গ. সার্বিক*

১৩. সার্বিকভাবে বলা যায়, পরিবেশের দূষণ বিবেচনা করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুতের মত নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

**তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী**


১. Bangladesh Bureau of Statistics; (July 2011); *Population & Housing Census 2011: Preliminary Results*; Statistics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
২. Chowdhury, Dr. Abdullah Harun; *Environmental Impact of Coal based Power Plant of Rampal on the Sundarbans and Surrounding areas*; Khulna University, Khulna.
৩. Cleetus. R, Clemmer. S, Davis. E, Deyette. J, Downing. J, Frenkel. J (2012) *Ripe for Retirement: The Case for Closing America's Costliest Coal Plants*.
৪. Department of Environment, *EIA Guideline for Industries 1997*, Ministry of Environment and Forest, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
৫. Final Report on Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. July 2013.
৬. Land Acquisition and Resettlement Action Plan, Matarbari 2X600 MW Coal Fired Power Plant Project, Peoples Republic of Bangladesh.
৭. Momtaz, Salim, (2002) "Environmental impact assessment in Bangladesh: a critical review." *Environmental Impact Assessment Review* 22.2: 163-179.
৮. Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013.
৯. UNEP, 2004; *Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach*.
১০. অর্থ বিভাগ, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*, , অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১১. একটাই সুন্দরবন; রামপালে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে ভূমিগ্রাস বন্ধ কর সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাই জনমতের প্রতিফলন, বেলা, একশনএইড, টিআইবি, বাপা এবং সেভ দ্যা সুন্দরবনের পক্ষ হতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রদত্ত দাবি; তারিখঃ ১৫/০৪/২০১২, বাংলাদেশ
১২. অর্থ বিভাগ, *জাতীয় বাজেট*, অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১৩. কল্লোল মুস্তফা; রামপাল প্রকল্পের 'সংশোধিত' ইআইএ ,পিডিবির বিভ্রান্তিকর মতামত এবং তার জবাব, সূত্র: http://ncbd.org/?p=943
১৪. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭।
১৫. সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ওয়েবসাইট:
১৬. আলোকিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতে ৫ বছরে সাফল্য, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। http://www.powerdivision.gov.bd/
১৭. বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী-শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার; http://www.powerdivision.gov.bd/user/brec/146/118
১৮. The Ministry of Environment of India; Technical EIA Guidance Manual for Thermal Power Plants, (page 4-9). Source: http://envfor.nic.in/sites/default/files/TGM_Thermal%20Power%20Plants_010910_NK.pdf
১৯. http://action.sierraclub.org/site/MessageViewer?em_id=288945.0&dlv_id=242099
২০. Annual report 2014: Council on Ethics for the Government Pension Fund Global, Source: http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf
২১. http://www.thereport24.com/article/51132/index.html#sthash.futRUQsP.dpuf
২২. http://www.jica.go.jp/bangladesh/english/office/topics/141105.html
২৩. http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-electricity/

**পরিশিষ্ট -১: নির্মাণাধীন ও পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ**

**ক. নির্মানাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প**

| ক্রম | বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা (মেগওয়াট) | মালিকানা | জ্বালানী | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৩২০ | বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০১৯ | ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে পিপিএ এবং আইএ স্বাক্ষর করা হয়েছে |
| ২ | মহেশখালী ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৩২০ | যৌথ উদ্যোগ (মালেয়শিয়া) | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০২৩ | ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর হয়েছে |
| ৩ | পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৩২০ | যৌথ উদ্যোগ (চীন) | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০২২ | ৯ জুন ২০১৪ তারিখে NWPGCL এবং CMC China এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে |
| ৪ | দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি চুক্তির আওতায় ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৩২০ | যৌথ উদ্যোগ | আমদানিকৃত কয়লা | | KEPCO এর Power Generation সাথে এর কনসোর্টিয়াম গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| ৫ | মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যু কেন্দ্র | ১২০০ | সিপিজিসিবিএল | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০২১ | ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে JICA এর সাথে Loan Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে |
| ৬ | মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যু কেন্দ্র | ১৩২০ | বিপিডিবি | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০২১ | দরপত্র আহবান করা হয়েছে |
| ৭ | আশুগগঞ্জ ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যু কেন্দ্র | ১৩২০ | এপিএসসিএল | আমদানিকৃত কয়লা | | সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে |
| ৮ | মহেশখালী ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK) | ১৩২০ | যৌথ উদ্যোগ (চীন) | আমদানিকৃত কয়লা | জুন ২০২১ | ২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে |

**খ. নির্মানাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক অন্যান্য বিদ্যুৎ প্রকল্প**

| ক্রম | বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা (মেগওয়াট) | মালিকানা | জ্বালানী | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ২৭৪ | বিপিডিবি | কয়লা | জানুয়ারি ২০১৮ | চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে |
| ২ | খুলনা ৫৬৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬৩০ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | জানুয়ারি ২০১৮ | ২৭-০৬-২০১২ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর |
| ৩ | মাওয়া মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫২২ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | জানুয়ারি ২০১৮ | ২৭-০৬-২০১২ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬৩৫ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | জানুয়ারি ২০২০ | ৩১/১০/২০১৩ তারিখ এলওআই ইস্যু |
| ৫ | ঢাকা ২৮২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৮২ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | মার্চ ২০১৯ | ৩১/১০/২০১৩ তারিখ এলওআই ইস্যু |
| ৬ | চট্টগ্রাম ২৮২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৮২ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | মার্চ ২০১৯ | ৩১/১০/২০১৩ তারিখ এলওআই ইস্যু |
| ৭ | চট্টগ্রাম ৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬১২ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | মার্চ ২০১৯ | ৩১/১০/২০১৩ তারিখ এলওআই ইস্যু |
| ৮ | চট্টগ্রাম ৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬১২ | আইপিপি | আমদানিকৃত কয়লা | ডিসেম্বর ২০১৯ | ৩১/১০/২০১৩ তারিখ এলওআই ইস্যু |
| ৯ | চট্টগ্রাম ১৫০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৫০ | বিএসএরএম | আমদানিকৃত কয়লা | | ELA Document করা হয়েছে |
| ১০ | মুন্সীগঞ্জ ৬০০-৮০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬০০-৮০০ | ইজিসিবি | আমদানিকৃত কয়লা | | Feasibility study সম্পন্ন হয়েছে |

সূত্রঃ আলোকিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতে ৫ বছরে সাফল্য, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। http://www.powerdivision.gov.bd/

**পরিশিষ্ট্য -২: ইআইএ সম্পাদন প্রক্রিয়া**

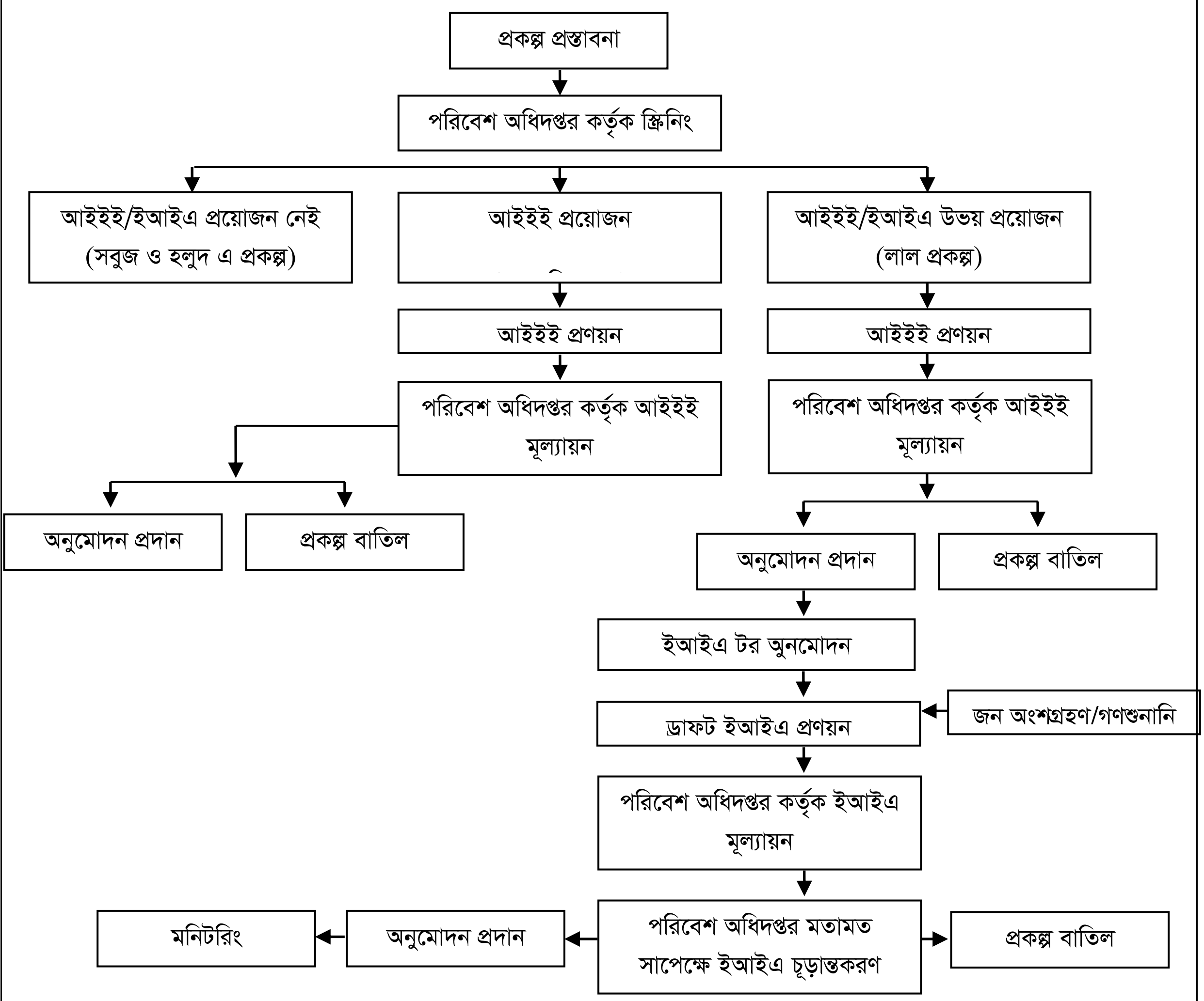


**সূত্রঃ** Ahhmed, R and Harvey, N (2004); Evaluation of environmental impact assessment procedures and practices in Bangladesh, Impact Assessment and Project Appraisal, Volume 22, number 1, Beech Tree Publishing, UK

পরিশিষ্ট্য -৩: পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে প্রকল্প এলাকার দূরত্ব

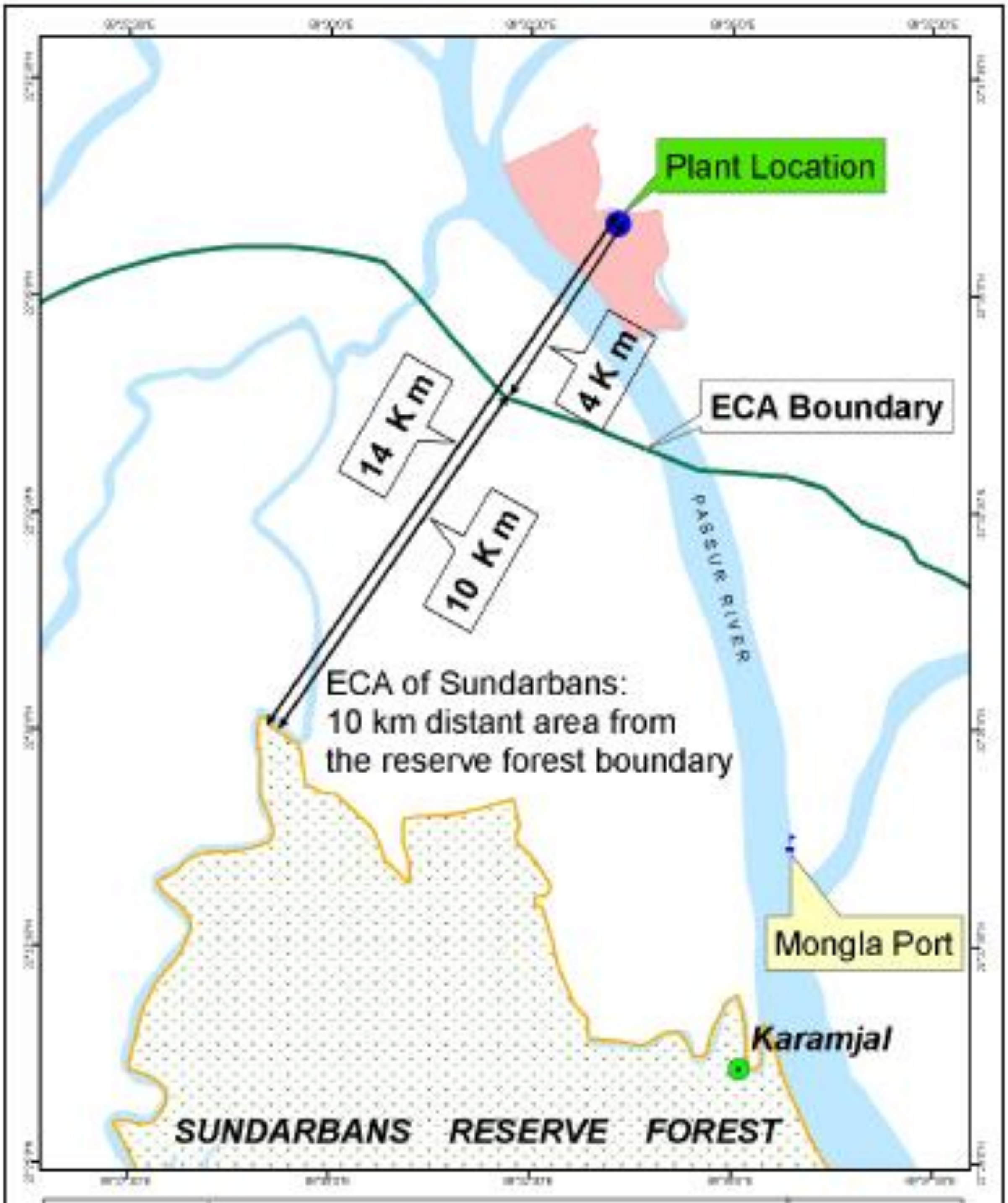


সূত্র: Environmental Impact Assessment of 2x (500-660) MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna

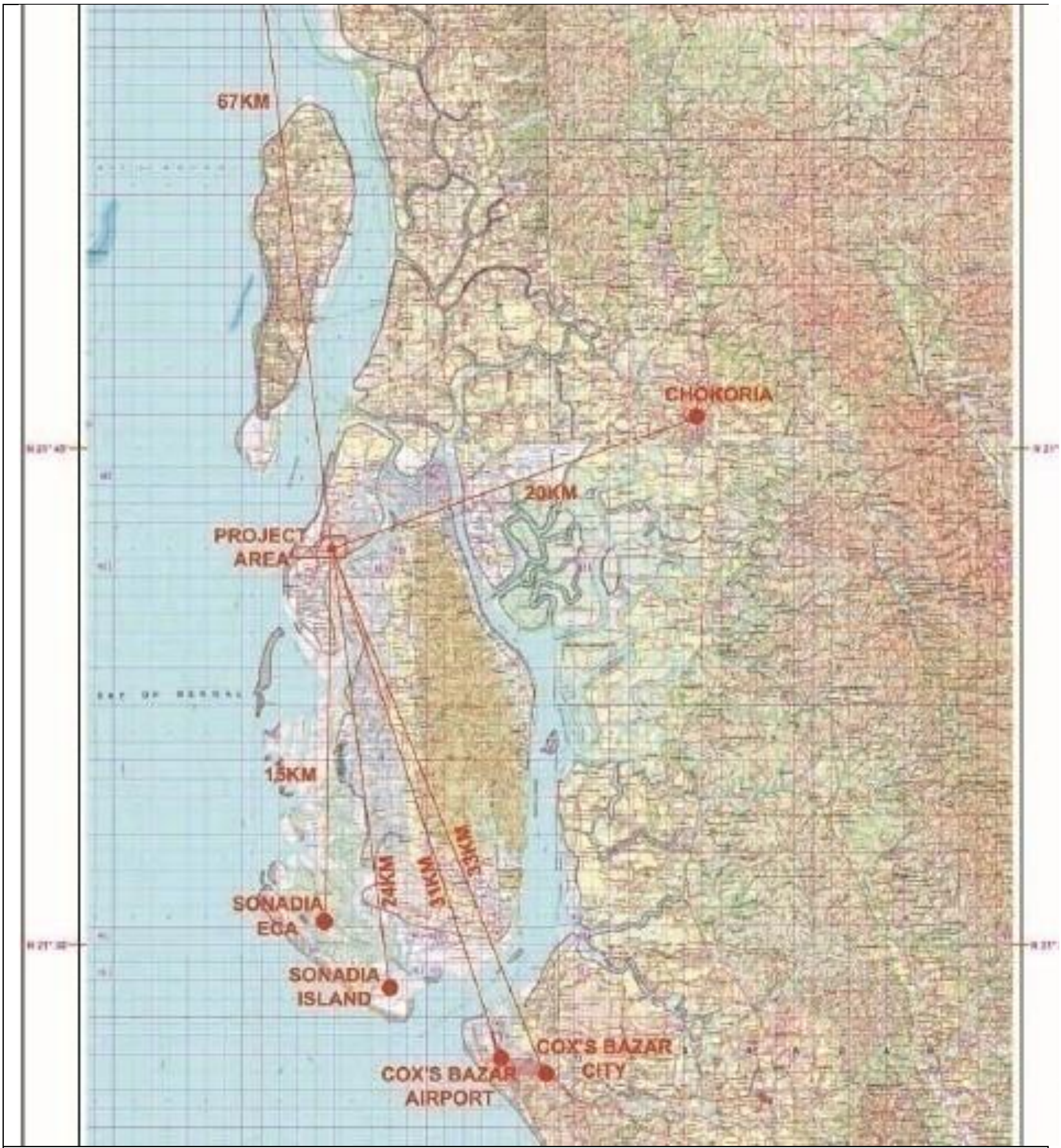


সূত্রঃ Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired Power Plant and Associated Facilities, Coal Power Generation Company of Bangladesh Limited, June 2013

**পরিশিষ্ট্য - ৪: জাইকা নির্দেশিকা এবং বাংলাদেশ আইনের মধ্যে ভিন্নতা পর্যালোচনা**

| ক্রম | বিবরণ | বাংলাদেশ আইন | জাইকা নির্দেশিকা |
|---|---|---|---|
| | সকল প্রকার জমি এবং জমি বৈধ জমির অন্যান্য সম্পত্তি | আইন অনুযায়ী ডিসি ভূমি অধিগ্রহণ করবে | যাদের জীবিকা জমি নির্ভর তাদের ক্ষতিপূরনের জন্য পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। |
| ২. | জমি ইজারাদার | দন্ডায়মান শষ্যের ক্ষতিপূরণ | যারা অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে বাধ্য হবে, তাদেরকে, যারা জীবিকা নির্বাহের উপায় হারাবে, তাদের সবাইকে যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। |
| ৩. | জমি ব্যবহারকারী | ভাসমান, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং দখলদার-ক্ষতিপূরণ পাবে না। | ঐ |
| ৪. | অস্থায়ী কাঠামোর মালিক | আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র নগদ ক্ষতিপূরণ | ক্ষতিপূরণ যতটা সম্ভব পুর্নাঙ্গ স্থানান্তর খরচের ওপর ভিত্তি করে হবে |
| ৫. | স্থায়ী কাঠামোর মালিক | ঐ | ঐ |
| ৬. | বহুবর্ষী ফসল/গাছ | দন্ডায়মান শষ্য এবং গাছের বাজারদরের সমান ক্ষতিপূরণ | ঐ |
| ৭. | ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় | প্রকল্পের কোন অংশ নয়। ক্ষতিপূরণের তহবিল পাওয়া মাত্র ডিসি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের জমি বুঝিয়ে দেবেন। | ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের অর্থ পুরোপুরি দেওয়ার পর, জমি খালি করে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বুঝিয়ে দেবেন। |
| ৮. | স্থানান্তর এবং আয় বর্ধক কর্মসূচির বিষয়াবলী | কোন কিছু বলা/ ব্যবস্থা নেই | যারা অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে বাধ্য হবে, তাদেরকে, যারা জীবিকা নির্বাহের উপায় হারাবে, তাদের সবাইকে এমন পরিমানে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেন তাদের জীবনমানের উন্নতি হয় অথবা অন্ততপক্ষে আগের জীবনমান বজায় রাখতে পারে। |
| ৯. | ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ | ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি/ঝুঁকির পরিমাণ বিচার করা হয়নি | প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব এবং নারী প্রধান ও ভূমিহীন পরিবার, এবং যেসব পরিবার তাদের উৎপাদনশীল সম্পদ হারাবে, তাদেরকে জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতা/ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে |
| ১০. | ডিসি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ভূমিকা | ডিসি ভূমি অধিগ্রহণ করবে, প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা ভূমি ব্যবহার করবে, এবং ক্ষতিগ্রস্তরা ডিসির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পদক্ষেপ নেবে | ডিসি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার এবং স্থানান্তরসহ জীবিকা পুনস্থাপনে সহযোগিতা করবে |

**পরিশিষ্ট্য ৫: রামপাল প্রকল্পের পরামর্শসভার তালিকা**

| অংশগ্রহণকারী | মৌজা | ইউনিয়ন | উপজেলা | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| স্কুল শিক্ষক | কাপাসডাঙ্গা | গৌরাম্বা | রামপাল | ১১/০৮/২০১০ |
| কৃষক | বাশেরহুলা | রাজনগর | রামপাল | ১১/০৮/২০১০ |
| শ্রমিক | রাজনগর | রাজনগর | রামপাল | ১১/০৮/২০১০ |
| ঘের মালিক | সাপমারি কাটাখালি | রাজনগর | রামপাল | ১২/০৮/২০১০ |
| মৎসজীবি | বড় দুর্গাপুর | রাজনগর | রামপাল | ১২/০৮/২০১০ |
| কৃষক | চুনকুড়ি | বাজুয়া | ডাকোপ | ১৩/০৮/২০১০ |
| এনজিও প্রতিনিধি | রাজনগর | রাজনগর | রামপাল | ১১/০৭/২০১২ |
| ইারী | রাজনগর | রাজনগর | রামপাল | ১১/০৭/২০১২ |
| মৎসজীবি | রাজনগর | রাজনগর | রামপাল | ১২/০৭/২০১২ |
| গুচ্ছ গ্রামের জনগণ | কাইগারদাসকাটি | রাজনগর | রামপাল | ১২/০৭/২০১২ |